মর্দে মুজাহিদ যুগে যুগে

বদরে আলম

মর্দে মুজাহিদ যুগে যুগে

বদরে আলম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.bjilibrary.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২৬

প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭

৭ম প্রকাশ

শাওয়াল	১৪২৯
কার্তিক	১৪১৫
অক্টোবর	২০০৮

বিনিময় ঃ ২৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

MORDE MUJAHID JUGE JUGE by Badre Alam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 25.00 Only.

www.bjilibrary.com

উৎসর্গ

"অত্যাচারী শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে
হক কথা উচ্চারণই উত্তম জিহাদ।"

যাঁরা রসূলে করীম সা.-এর উপরোক্ত হাদীসটি
আমল করে চলছেন সেই বীর মুজাহিদদের নামে

www.bjilibrary.com

ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ন্যায় ও সত্যের ভিত্তিতেই আবহমানকাল থেকে মানুষের সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে। ন্যায় ও সত্যের জন্য মানুষ চিরকাল সংগ্রাম করে আসছে। মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন যাঁরা, সেই নবী ও রসূলগণও এ ন্যায় ও সত্যের বাণী দুনিয়ায় প্রচার করে গেছেন যুগ যুগ ধরে। এর প্রতিষ্ঠায় তাঁরা প্রাণপাত করে গেছেন। মূলতঃ ন্যায় ও সত্যের ভিত্ সুদৃঢ় না থাকলে মানুষের সমাজের পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব, একথা সন্দেহাতীতরূপে সত্য। তাই বিশ্ব মানবতার শ্রেষ্ঠ কল্যাণকামী শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যালেম ও দুর্বিনীত শাসকের সামনে হক কথা বলাকে শ্রেষ্ঠ জিহাদ আখ্যা দিয়েছেন। শেষ নবীর উম্মতের মধ্যে এ শ্রেষ্ঠ জিহাদে অংশগ্রহণকারী শত শত নয়, হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ, অগণিত মুজাহিদের সন্ধান পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কেরামের 'খয়রুল কুরুন' থেকে শুরু করে আজকের এই বিশ শতকী সভ্যতার পংকিলতায় তাঁদের বিচরণ কোথাও অগোচর নয়। যালেমের যুলুম, শাসকের নির্যাতন, শক্তির দাপট, অনাহার ও বুভুক্ষার কষাঘাত কোনো কিছুই তাঁদের নির্ভীক কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারেনি।

ইসলামী ইতিহাসের বিস্তৃত পরিসর থেকে এমনি গুটিকয়েক মর্দে মুজাহিদের জীবনের খণ্ডাংশ লেখক এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সত্য ও ন্যায়ের প্রকাশকে তাঁরা সৌখিন বিলাসিতা হিসেবে গ্রহণ করেননি। বরং জীবনের মূল লক্ষে পৌঁছার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ইসলামী মূল্যবোধ ও জীবনধারার প্রতিষ্ঠা এবং মানবতার সেবার উদ্দেশ্যেই তাঁরা শাণিত তরবারির নীচে দাঁড়িয়ে নিঃশংকচিত্তে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

ইসলামী ইতিহাসের এ সিংহ-দিল মর্দে মুজাহিদদের দৃষ্টান্তগুলো আমাদের আজকের তরুণ-যুব নির্বিশেষে সমগ্র মুসলিম সমাজের পাথেয় হোক, এটিই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

—প্রকাশক

www.bjilibrary.com

بسم الله الرحمن الرحيم

আবু মুসলিম খাওলানী ও আমীর মুয়াবিয়া

একদা আমীর মুয়াবিয়া ভাষণ দেয়ার জন্য মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, "হে জনগণ! আমার কথা শুনুন এবং মেনে চলুন।" একথা শুনেই আবু মুসলিম খাওলানী দাঁড়িয়ে বাধা দিলেন, বললেন, "হে মুয়াবিয়া আমরা আপনার কথা শুনবোও না, আপনার অনুগতও হবো না।"

আমীর মুয়াবিয়া জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন আবু মুসলিম?'

"আপনি 'আতায়া' বন্ধ করতে পারেন না। এটি আপনার বা আপনার মা-বাপের উপার্জন থেকে চালু করা হয়নি।" আবু মুসলিম জবাব দিলেন।

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিভিন্ন লোককে যে সরকারী বৃত্তি দেয়া হয় তারই নাম 'আতায়া'। আমীর মুয়াবিয়া সে সময় বৃত্তি বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

আবু মুসলিম খাওলানীর জবাব শুনে আমীর মুয়াবিয়া রাগে ফেটে পড়লেন। আর তখনি মিম্বর থেকে নেমে সমবেত শ্রোতাদের বললেন, "আপনারা বসুন, আমি এক্ষুণি আসছি।" এ বলে তিনি বাইরে চলে গেলেন এবং গোসল করে ফিরে এসে বললেন, "আবু মুসলিম আমাকে এমন কথা বলেছিল যাতে আমি ক্ষিপ্ত হয়েছিলাম। কিন্তু আমি রসূলে করীম হযরত মুহাম্মাদ স.-কে বলতে শুনেছি যে, শয়তানের উস্কানিতে ক্রোধের সৃষ্টি হয়, আর আগুন থেকে শয়তানের সৃষ্টি। আগুন নেভাতে হয় পানি দিয়ে, কাজেই কেউ রেগে গেলে সে যেন গোসল করে আসে।

এজন্য আমি গোসল করে এসেছি। আবু মুসলিমও ঠিকই বলেছে। এ ভাতা আমার বা আমার আব্বার উপার্জন থেকে চালু করা হয়নি। কাজেই আপনারা আপনাদের ভাতা যথারীতি আদায় করে নিন।"

হুজর ইবনে আদী ও আমীর মুয়াবিয়া

আমীর মুয়াবিয়ার শাসনকালে মসজিদের মিম্বরে হযরত আলী রা.-এর ওপর প্রকাশ্য নিন্দা করা এবং অভিশাপ দেয়া শুরু হলে কুফার হুজর

www.bjilibrary.com

ইবনে আদী সহ্য করতে পারলেন না। তিনি প্রত্যুত্তরে হযরত আলীর প্রশংসা এবং হযরত মুয়াবিয়ার নিন্দা করতে শুরু করলেন।

গভর্নর যিয়াদ তাঁকে তাঁর বারোজন সাথীসহ গ্রেফতার করলেন এবং তাদের ওপর সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলা এবং বিশৃংখলা সৃষ্টির অভিযোগ আরোপ করে আমীর মুয়াবিয়ার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমীর মুয়াবিয়া তাঁদের হত্যা করার আদেশ দিলেন।

হত্যার পূর্বে জল্লাদরা বলল, "আমাদের বলে দেয়া হয়েছে যদি তোমরা আলীর সাথে বৈরীতা প্রকাশ করো এবং তাঁর প্রতি অভিশাপ দাও তবে তোমাদের যেন ছেড়ে দিই, না হলে যেন হত্যা করি।"

হুজর ও তাঁর সহচরগণ একথা মানতে অস্বীকৃতি জানালেন। হুজর বললেন, "আমি এমন কথা মুখে আনতে পারি না যা আমার মা'বুদকে অসন্তুষ্ট করবে।"

শেষ পর্যন্ত তাঁকে এবং তাঁর সহচরদের হত্যা করা হয়।

ইমাম হোসাইন ও ইয়াজিদ

ইয়াজিদের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন এবং তার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে বাদশাহীর সূচনা হয়। ইমাম হোসাইন রা. কিন্তু ইয়াজিদের বায়াত মেনে নেননি, বরং তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন।

ইয়াজিদের আদেশে ইমাম হোসাইন রা.-কে কারবালা প্রান্তরে ঘিরে নেয়ার পর ইয়াজিদের সেনাধ্যক্ষ ওমর ইবনে সা'দকে ইমাম হোসাইন রা. আলোচনার আহ্বান জানান। ওমর ইবনে সা'দ এলে ইমাম হোসাইন রা. সমঝোতার জন্য তিনটি শর্ত পেশ করেন।

এক ঃ আমি যেখান থেকে এসেছি আমাকে সেখানে ফিরে যেতে দাও।

দুই ঃ অথবা আমাকে সীমান্তে যেতে দাও, সেখানে কাফেরদের সাথে জিহাদ চালিয়ে যাবো।

তিন ঃ অথবা আমাকে ইয়াজিদের কাছে নিয়ে চল। আমি নিজের ব্যাপারে তার সাথে বুঝাপড়া করবো।

ওমর ইবনে সা'দ রাজী হলেন এবং শিগ্‌গির কুফার গভর্নর ইবনে সা'দকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। কিন্তু সীমার জিলজওশনের হস্তক্ষেপের ফলে আপোষ-রফার এ উদ্যোগ নস্যাৎ হয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

যুদ্ধের দিন সকালে ইমাম হোসাইন রা. আবার আপোষ করার শেষ চেষ্টা করলেন। ঘোড়ার পরিবর্তে উটে আরোহণ করে ময়দানে গমন করলেন (উল্লেখ্য, ঘোড়াকে যুদ্ধের এবং উটকে শান্তির প্রতিক মনে করা হয়) এবং ইয়াজিদের সমগ্র সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন, "হে লোক সকল! আমার কথা শোনো এবং তাড়াতাড়ি করো না। আমাকে অন্তত তোমাদের উপদেশ দিয়ে দায়িত্ব মুক্ত হবার সুযোগ দাও।" তারপর তিনি সৈন্যদের সামনে নিজের বংশ-মর্যাদার পরিচয় দান করেন। নবীজীর হাদীসের পুনরুল্লেখ করেন, তাঁকে কুফায় ডেকে পাঠানোর চিঠিপত্রের উল্লেখ করেন এবং পরিশেষে প্রশ্ন করেন, "আমাকে বল, তোমরা কেন আমাকে হত্যা করতে চাও ? তোমরা কি আমার কাছে কারো হত্যার প্রতিশোধ চাও ? তোমাদের কোনো সম্পদ কি আত্মসাৎ করেছি যার ক্ষতিপূরণ চাও ? নাকি তোমাদের আহত হওয়ার ব্যাপারে প্রতিশোধ নিতে চাও ?"

ইয়াজিদের সৈন্যদের মধ্য থেকে একজন চীৎকার করে বললো, আপনি কেন ইয়াজিদের বায়াত গ্রহণ করছেন না ?

ইমাম হোসাইন রা. দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন, "আল্লাহর কসম! এটা সম্ভব নয় যে, আমি নিজেকে অবমাননার সাথে তার হাতে সোপর্দ করবো এবং বান্দার বন্দেগী মেনে নেব। আমি নিজেকে কলংকিত হওয়া থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই অহংকারীর অহংকার থেকে যে পরকালের ওপর বিশ্বাস পোষণ করে না।"

—তারপর ? তারপর ইমাম হোসাইন রা.-কে হত্যা করা হয় এবং তার পবিত্র লাশকে ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট করা হয়।

ইবরাহীম ও হেশাম

ইবরাহীম ইবনে আয়লা সাধনা, পরহেজগারী, সততা ও আমানতদারীতে খ্যাতিমান ছিলেন। খলীফা হেশাম ইবনে আবদুল মালেক তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে মিসর দেশের শুল্ক বিভাগের মন্ত্রীত্বের পদ গ্রহণের প্রস্তাব করেন।

ইবরাহীম এ পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, "আমি এর যোগ্য নই।" হেশাম ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেন, "এ পদ গ্রহণ করতে হবে, না হলে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে।"

ইবরাহীম চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ পর হেশামের ক্রোধ কেটে গেলে তিনি বললেন, "আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বাণীতে ইরশাদ করেছেন,

www.bjilibrary.com

আমরা আসমান ও যমীনের ওপর আমাদের আমানত ন্যস্ত করতে চাই কিন্তু তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে—এতে আহকামুল হাকেমীন যদি অসন্তুষ্ট না হন তাহলে আপনি কেন আমার ওপর অসন্তুষ্ট হচ্ছেন ?"

খলীফা হেশাম এ উত্তর শুনে নিরুত্তর হয়ে গেলেন।

সালেম ও হেশাম

একবার হজ্জের সময়ে উমাইয়া খলীফা হেশাম ইবনে আবদুল মালেক কা'বাগৃহে উপস্থিত হয়ে সেখানে হযরত ওমর রা.-এর পৌত্র হযরত সালেমকে দেখতে পান। হেশাম তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, "হুজুর আমাকে কিছু খেদমতের সুযোগ দিন, কিছু একটা আদেশ করুন।"

হযরত সালেম বললেন, "আল্লাহর ঘরে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে কিছু চাওয়া লজ্জার কথা।"

তারপর উভয়ে কা'বাগৃহ থেকে বাইরে এলেন। খলীফা আবার বললেন, "হুজুর, এখন তো আমরা কা'বাগৃহের বাইরে, এবার কিছু চান।"

হযরত সালেম জিজ্ঞেস করলেন, "আমি আপনার কাছে কি চাইব ? দুনিয়া না দীন ?"

হেশাম বললেন "দুনিয়া"।

হযরত সালেম জবাব দিলেন, "দুনিয়া তো আমি তার যথার্থ মালিকের কাছেও কখনো চাইনি। তাহলে আপনার কাছে (যিনি মালিক নয়) কিভাবে চাইতে পারি ?"

হেশাম নির্বাক হয়ে চলে গেলেন।

আ'মাশ ও হেশাম

একবার উমাইয়া খলিফা হেশাম ইবনে আবদুল মালেক হযরত সোলায়মান ইবনে মেহরান আ'মাশকে চিঠি লিখেন যে, হযরত ওসমান রা.-এর গুণাবলী এবং হযরত আলী রা.-এর দোষত্রুটি একত্র করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।

হযরত আ'মাশ প্রথমে চিঠির কোনো জবাব লিখলেন না। হেশাম পুনরায় তাকিদ দিলে তিনি জবাবে জানালেন "হে হেশাম ! যদি হযরত

www.bjilibrary.com

ওসমান রা.-এর মধ্যে সারা দুনিয়ার সকল সৌন্দর্যও বিদ্যমান থাকে তাতে ব্যক্তিগতভাবে আপনার কোনো লাভ হবে না। আর যদি হযরত আলী রা.-এর মধ্যে সারা দুনিয়ার দোষত্রুটিও থেকে থাকে তাহলে তাতেও আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। কাজেই এমন কাজ করুন যাতে আপনার যথার্থ মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সন্তুষ্ট হন এবং তদ্দারা আপনি লাভবান হতে পারেন।"

আবু হাজেম ও সোলায়মান

উমাইয়া খলিফা সোলায়মান ইবনে আবদুল মালেক সে সময়ের একজন বিশিষ্ট আলেম আবু হাজেমকে ডেকে পাঠানোর পর তাদের মধ্যে নিম্নরূপ কথোপকথন হয়—

সোলায়মান ঃ "আবু হাজেম, কি ব্যাপার! মৃত্যুকে আমরা পছন্দ করি না কেন ?"

আবু হাজেম ঃ "এর আসল কারণ হলো, তোমরা জীবনকে আবাদ করেছো এবং পরকালকে বিরাণ রেখে দিয়েছো, এজন্য আবাদী থেকে বিরাণের দিকে যেতে ভয় পাচ্ছ।"

সোলায়মান ঃ "আপনি ঠিকেই বলেছেন। কিন্তু বলুন তো—এখন আল্লাহর পথে কিভাবে অগ্রসর হওয়া যায় ?"

আবু হাজেম ঃ "নেক লোকদের উদাহরণ হলো—তারা যেন পরিবার-পরিজন থেকে দূরে থাকার পর তাদের কাছে ফিরে এসেছেন। কিন্তু যার জীবন পাপের পথে কেটেছে সে সেই পলাতক গোলামের মতো যাকে তার মনিবের সামনে হাজির করা হয়েছে।"

একথা শুনে সোলায়মান কাঁদতে শুরু করলেন এবং বলতে লাগলেন, "ইস্, যদি আল্লাহর দরবারে আমাদেরও কোনো জায়গা থাকতো।"

আবু হাজেম ঃ "হে খলিফা! নিজেই নিজেকে আল্লাহর কিতাবের দাঁড়িপাল্লায় মাপ, তাহলে তুমি নিজে থেকেই তোমার মর্যাদা কতটুকু সেটা উপলব্ধি করতে পারবে।"

সোলায়মান ঃ "সেটা কোন্ আয়াত থেকে বুঝা যাবে ?"

www.bjilibrary.com

আবু হাজেম ঃ "আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ইন্নাল আবরারা লাফি নাঈম ওয়া ইন্নাল ফুজ্জারা লাফি জাহিম (নিসন্দেহে পুণ্যাত্মারা জান্নাতবাসী হবেন এবং পাপাত্মারা হবেন জাহান্নামবাসী)।

সোলায়মান ঃ "কিন্তু আল্লাহর রহমত কোথায় ?"

আবু হাজেম ঃ "কারিবুম মিনাল হাসনাইন—পুণ্যশীলতার কাছাকাছি।"

সোলায়মান ঃ "হে আবু হাজেম! আমাদের জন্য দোয়া করুন।"

আবু হাজেম ঃ হে পরওয়ারদেগার! সোলায়মান ইবনে আবদুল মালেক যদি তোমার বন্ধু হয় তবে তাকে সৎকাজের তাওফিক দাও, কিন্তু যদি তোমার শত্রু হয় তাহলে তার ঘাড় ধরে সৎপথের দিকে নিয়ে যাও।"

এই বলে আবু হাজেম উঠে দাঁড়ালেন এবং সোলায়মানের দেয়া সমগ্র উপহার-উপঢৌকন ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "যতক্ষণ আলেম সমাজ তাদের জ্ঞানকে শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে দূরে রাখবে ততক্ষণ ওরা আলেম সমাজকে ভয় করবে।"

আবু ওয়ায়েল ও হাজ্জাজ

কুফার হযরত আবু ওয়ায়েল ইবনে সালমা ছিলেন একজন মুজাহিদ। উমাইয়া শাসনকালে তাঁকে খুবই সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হতো। একবার হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কুফায় এসে তার নাম ও প্রশংসা শুনে আবু ওয়ায়েলকে ডেকে পাঠান। আবু ওয়ায়েল উপস্থিত হলে তাদের মধ্যে এ কথাবার্তা হয়—

হাজ্জাজ ঃ "আপনার নাম কি ?"

আবু ওয়ায়েল ঃ "সেটা আপনার জানাই আছে। না হলে আমাকে ডাকলেন কি করে ?"

হাজ্জাজ ঃ "এ শহরে কবে এসেছেন ?"

আবু ওয়ায়েল ঃ "এ শহরের সব অধিবাসীরা যখন এসেছে।"

হাজ্জাজ ঃ "কুরআন শরীফের কতটুকু আপনার স্মরণ আছে ?"

আবু ওয়ায়েল ঃ "ঠিক ততটুকু যতটুকু জেনে তার ওপর আমল করলে আমার জন্য যথেষ্ট হতে পারে।"

www.bjilibrary.com

হাজ্জাজ ঃ "আমি আপনাকে কোনো উচ্চপদ প্রদানের জন্য ডেকে পাঠিয়েছি।"

আবু ওয়ায়েল ঃ "কি পদ ?"

হাজ্জাজ ঃ "কোতোয়ালের পদ।"

আবু ওয়ায়েল ঃ "এটা তাদের জন্যই অধিক শোভনীয় যারা যথাযথ দায়িত্বের সাথে এ পদ পূরণ করতে সক্ষম হবেন। আমি কিছুতেই এ পদের যোগ্য নই।"

হাজ্জাজ ঃ "না না, এ পদ আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে।"

আবু ওয়ায়েল ঃ "আমাকে এ পদ গ্রহণ থেকে বিরত রাখলেই ভাল করবেন। যদি বারবার তাকিদ দেয়া হয় তবে আমি সেটা গ্রহণ করবো, কিন্তু তার আগে আমার মনের অবস্থা জানিয়ে দিতে চাই।"

হাজ্জাজ ঃ বলুন।

আবু ওয়ায়েল ঃ আমার অবস্থা হলো এই যে, "আমি আপনার কোনো পদাধিকারী নই তবুও আপনার কথা মনে পড়লে রাতের ঘুম পালিয়ে যায়। আর যদি পদাধিকারী হয়ে যায় তখন যে কি অবস্থা হবে ? তা বলতে পারবো না।"

সাঈদ ইবনে জোবায়ের ও হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ

সত্য ভাষণ, স্পষ্টবাদিতায় সমকালের একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস সাঈদ ইবনে জোবায়েরকে মক্কার গভর্নর খালেদ ইবনে আবদুল্লাহ কাশরী গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারের পরও সাঈদ তাঁর বেপরোয়া মনোভাবের পরিচয় অব্যাহত রাখলে তাকে কুফায় হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। হাজ্জাজ তাঁর সাথে দীর্ঘ বিতর্কের পর নিম্নোক্তভাবে আলাপ করেন—

হাজ্জাজ ঃ বল, আমার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ?

সাঈদ ঃ নিজের সম্পর্কে আপনি নিজেই ভালো জানেন।

হাজ্জাজ ঃ তবুও।

সাঈদ ঃ আমিতো এতটুকু জানি যে, আল্লাহর কিতাবের নাফরমানী আপনার জীবনের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রবৃত্তির ইঙ্গিতে আপনি এমন সব কাজ

www.bjilibrary.com

করেন যাতে আপনার শান-শওকত ও দাপট বৃদ্ধি পেতে পারে। এটা আপনাকে ধ্বংস করে দেবে।

হাজ্জাজ ঃ হে সাঈদ! তোমার জন্য দুঃখ হয়।

সাঈদ ঃ তার জন্য দুঃখ হওয়া উচিত যাকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

হাজ্জাজের আদেশে তার সামনে অর্থ-সম্পদের স্তুপ সাজিয়ে দেয়া হয়।

সাঈদ ঃ আপনি যদি এ অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে দান করে পরকালের জীবনে কিয়ামতের দিনের ভয় থেকে মুক্তি পেতে চান তাহলেই ভালো করবেন। সে দিন এমন ভয়াবহ অবস্থা হবে যে, মা তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে। দুনিয়াদারীর উদ্দেশ্যে সংগৃহীত সম্পদ-সামগ্রী কল্যাণকারিতা মুক্ত, যদি সেটা হালাল এবং পবিত্র হয়।

হাজ্জাজ বাদ্যযন্ত্র এবং বাঁশী বাজানোর আদেশ দিয়ে সাঈদকে বললেন, "তুমি কি কখনো প্রমোদ উপকরণ দেখেছো ?"

সাঈদ ঃ না, এ সংগীত হলো করুণ। বাঁশীর সুর আমাকে যেদিন সিঙ্গা বাজানো হবে সে দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এ বাদ্যযন্ত্র এমন গাছের কাঠ দিয়ে তৈরী করা হয়েছে যে, বিচিত্র নয় সে গাছ অন্যায়ভাবে কাটা হয়েছে।

এ বাদ্যযন্ত্র যেসব বকরীর চামড়ার সাহায্যে তৈরী করা হয়েছে সেসব বকরীকে বাদক ও নির্মাতাদের সাথে কিয়ামতের দিন হাজির করা হবে।

হাজ্জাজ ঃ (ক্রুদ্ধ হয়ে) আমি তোমাকে এমনভাবে হত্যা করবো যে, অতীতে কাউকে অনুরূপভাবে হত্যা করিনি এবং ভবিষ্যতেও করবো না।

সাঈদ ঃ আপনি আমার দুনিয়া বিনষ্ট করবেন, আমি আপনার আখেরাত বরবাদ করে দেব।

হাজ্জাজ ঃ হে সাঈদ! মৃত্যুর জন্য যে পদ্ধতি তোমার পছন্দ হয় সেটা আমাকে বল।

সাঈদ ঃ হে হাজ্জাজ! আপনি পরকালে নিজের জন্য হত্যার যে পদ্ধতি পছন্দ করেন সেটাই অবলম্বন করুন।

হাজ্জাজ ঃ তবে কি তুমি চাও যে, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিই ?

সাঈদ ঃ যদি ক্ষমা করে দেন, তবে এ ক্ষমা আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে। আপনি এ ব্যাপারে দায়িত্বমুক্ত হতে পারবেন না এবং আপনার কোনো ওজর-আপত্তিও গ্রাহ্য হবে না।

www.bjilibrary.com

হাজ্জাজ আদেশ দেয়, "ওকে নিয়ে যাও এবং হত্যা করো।" শুনে সাঈদ হেসে ফেললেন।

হাজ্জাজ ঃ কি কথার ওপর হাসলে তুমি ?

সাঈদ ঃ আল্লাহর মুকাবিলায় আপনার ধৃষ্টতা এবং আপনার মুকাবিলায় আল্লাহর ধৈর্য দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

হত্যার পূর্বে সাঈদ কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করেন এবং বলেন, "কিয়ামতের দিন আপনার সাথে সাক্ষাত হবে।"

এ বলে হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! আমার হত্যার পর এ ব্যক্তিকে অন্য কাউকে হত্যার সক্ষম করো না।"

সত্যিই, এ ঘটনার পর হাজ্জাজ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং সে রোগেই মৃত্যুবরণ করে।

সাঈদ ইবনে মোছাইয়্যেব ও অত্যাচারী শাসক

সাঈদ ইবনে মোছাইয়্যেব অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে ওয়াজ-নসীহত করে বেড়াতেন। সমকালীন শাসক তাঁকে গ্রেফতার করে নিজের সামনে এনে প্রবল বেত্রাঘাত করেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন। "তোমার যা ইচ্ছা করো আল্লাহর কিতাবের আদেশের আনুগত্য থেকে কোনো কিছুই আমাকে বিরত করতে পারবে না। শিগ্‌গির তোমার ওপর দুঃসময় এসে পড়বে। তোমার অবস্থা হলো, তুমি মানুষদের ক্ষুধার্ত রেখে কুকুরদের পেট ভরাও।"

ইমাম আবু হানিফা ও যেহাক

উমাইয়া শাসনামলে খারেজীদের বিখ্যাত নেতা যেহাক কুফা অধিকার করে। একবার ইমাম আবু হানিফার কাছে এসে তলোয়ার বের করে বলে–

যেহাক ঃ তওবা করো।

আবু হানিফা ঃ কোন্ কথা থেকে ?

যেহাক ঃ তোমার বিশ্বাস হলো, হযরত আলী রা. মুয়াবিয়ার ঝগড়ায় মধ্যস্থতা মেনে নিয়েছিলেন। অথচ তিনি তখন সরাসরি সত্যের ওপর ছিলেন তখন মধ্যস্থতা মানার কি প্রয়োজন ?

www.bjilibrary.com

আবু হানিফা ঃ যদি আমাকে হত্যা করতে চাও, তবে সেটা অন্য কথা আর যদি ব্যাখ্যা চাও তবে আমাকে বলার সুযোগ দাও।

যেহাক ঃ আমি আলোচনাই করতে চাই।

আবু হানিফা ঃ যদি আমাদের এ আলোচনা-বিতর্কে কোনো মীমাংসায় পৌঁছানো সম্ভব না হয় তবে কিভাবে মীমাংসা হবে ?

যেহাক ঃ আমরা উভয়ে তৃতীয় একজনকে বিচারক বানিয়ে নেব। তিনি যে রায় দেবেন সেটা মেনে নেব। তারপর যেহাকের সংগীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে বিচারক মনোনীত করা হয়। ইমাম আবু হানিফা তখন বললেন, হযরত আলী রা. এই তো করেছিলেন। তুমি নিজেই যখন মধ্যস্থতা মেনে নিয়েছ তখন হযরত আলী রা.-এর ওপর অপবাদ দিয়ে লাভ কি ?

যেহাক নির্বাক হয়ে গেল এবং মাথা নীচু করে নীরবে চলে গেল।

আবু হানিফা ও ইরাকের গভর্নর

হিজরী ১৩০ সাল। বনী উমাইয়ার সময়ে ইরাকের গভর্নর ইয়াজিদ ইবনে ওমর ইবনে হোবায়রা ইমাম আবু হানিফাকে বললেন, "আমি আপনাকে সীলমোহর দিচ্ছি, আপনি এর ব্যবহার না করলে কোনো আদেশ বলবত হবে না এবং এর ব্যবহারের মাধ্যমে আপনার অনুমোদন ছাড়া কোনো মালামাল কোষাগার থেকে বের করা সম্ভব হবে না।"

কিন্তু ইমাম আবু হানিফা এ সরকারী পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। গভর্নর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বন্দী করেন এবং চাবুকাঘাতের হুমকি দেন। কিন্তু ইমাম সাহেব নিজের কথায় অটল রইলেন।

অন্যান্য সরকারী ওলামাগণ ইমাম সাহেবকে বুঝিয়ে বললেন যে, "নিজের প্রতি দয়া করুন, আমরা সবাই তার প্রতি অসন্তুষ্ট কিন্তু বাধ্য হয়ে কাজ করছি, আপনিও মেনে নিন।"

ইমাম আবু হানিফা র. জবাবে বললেন, "সে যদি চায় যে, তার জন্য ওয়াসেতের মসজিদের দরজা গুণবো, তবুও আমি তা মেনে নেব না। অথচ এটা কি করে সম্ভব যে, সে কোনো ব্যক্তির হত্যার আদেশ লিখে দেবে আর আমি তাতে সীলমোহর লাগিয়ে দেব ? আল্লাহর শপথ, আমি এ দায়িত্বের অংশীদার হতে পারবো না।"

www.bjilibrary.com

ইবনে হোবায়রা তাঁকে অন্যান্য পদের উল্লেখ করে যে কোনোটা গ্রহণের অনুরোধ জানান, কিন্তু ইমাম সাহেব ক্রমাগত অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। শেষ পর্যন্ত সে তাঁকে কুফার কাজীর পদ দেয়ার সিদ্ধান্ত করে আর কসম খায় যে, এবার যদি তিনি অস্বীকার করেন তাহলে তাঁকে চাবুকাঘাত করা হবে।

আবু হানিফা শুনে প্রত্যুত্তরে কসম খেয়ে বললেন, "আখেরাতের শাস্তি ভোগ করার চেয়ে দুনিয়াতে এ চাবুকাঘাত আমার জন্য অনেক সহজ। আল্লাহর কসম, আমাকে হত্যা করা হলেও আমি উক্ত পদ গ্রহণ করবো না।"

শেষ পর্যন্ত গভর্নর ইমাম সাহেবকে দৈনিক দশটি চাবুকাঘাতের নির্দেশ দেন। কিন্তু ইমাম সাহেব নিজের মনোভাবে অনড় থেকে বললেন, "একবারের মৃত্যুবরণ পর্যন্তই তো ওর ক্ষমতার দাপট।"

গভর্নরকে জানানো হলো যে, এভাবে শাস্তি চলতে থাকলে তিনি মরে যাবেন। গভর্নর বললেন, "এমন কি কেউ নেই যিনি তাঁকে অন্তত আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য বুঝিয়ে রাজি করাতে পারে ?"

ইমাম সাহেবকে গভর্নরের এ বক্তব্য পৌঁছানোর পর তিনি বললেন, "আমাকে ছেড়ে দাও, আমি এ ব্যাপারে বন্ধুদের সাথে পরামর্শ করে নেই।"

একথা শুনেই ইবনে হোবায়রা তাঁকে ছেড়ে দেন। ইমাম আবু হানিফা র. তখন কুফা ছেড়ে মক্কায় চলে যান। মক্কা থেকে তিনি বনী উমাইয়ার রাজত্বকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত আর ফিরে আসেননি।

আবু হানিফা ও খলিফা মনসুর

খলীফা মনসুর একবার অন্যান্য ওলামাদের সাথে ইমাম আবু হানিফাকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'উম্মতের মধ্যে আল্লাহ আমাকে যে ক্ষমতা দান করেছেন এ সম্পর্কে আপনাদের কি ধারণা ? আমি কি এ দায়িত্ব পালনের যোগ্য ?"

আবু হানিফা জবাব দিলেন, "নিজেদের দ্বীনের জন্য সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি ক্রোধ থেকে দূরে থাকেন। যদি নিজের বিবেককে প্রশ্ন করেন তাহলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, আপনি আমাদেরকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ডেকে আনেননি, বরং আপনি চান যে, আপনার ভয়ে যেন আমরা আপনার মর্জি মাফিক কথা বলি এবং এটা জনগণ জেনে ফেলুক। আসল ব্যাপার হলো, আপনি এমনভাবে খলীফা হয়েছেন যে, ফতোয়াদাতাদের মধ্যে দু-জনও একত্রে মতামত প্রকাশ করেননি।"

www.bjilibrary.com

ইমাম আবু হানিফা ঘরে ফিরে এলে মনসুর তাঁর উজির রবিকে এক তোড়া দিরহাম নিয়ে ইমাম সাহেবকে দিতে বললেন এবং উজিরকে বলে দিলেন যদি ইমাম সাহেব এ দিরহাম গ্রহণ করেন তবে তার শিরচ্ছেদ করবে, আর যদি গ্রহণ না করেন তবে ছেড়ে দেবে।

রবি ইমাম আবু হানিফার কাছে দিরহামের থলে নিয়ে পৌঁছুলে ইমাম সাহেব বললেন, "যদি আমার শিরচ্ছেদও করা হয় তবু আমি এ অর্থ স্পর্শ করবো না।"

একইভাবে অন্য একজন আলেম ইবনে আবি জেবের কাছে রবি পৌঁছলে তিনি বললেন, "এ অর্থ আমি স্বয়ং মনসুরের জন্যও হালাল মনে করি না নিজের জন্য কি করে হালাল মনে করবো?

আবু হানিফা ও মনসুরের তোহফা

একবার খলীফা মনসুর ইমাম আবু হানিফাকে বললেন, "আপনি আমার তোহফা গ্রহণ করেন না কেন?"

জবাবে ইমাম সাহেব বললেন, "আমীরুল মুমিনীন নিজস্ব মালামাল থেকে আমাকে কিছু দিয়েছেন যে, আমি সেটা ফিরিয়ে দিয়েছি?"

"যদি নিজস্ব মালামাল থেকে প্রদান করতেন তবে আমি অবশ্যই গ্রহণ করতাম। আপনিতো আমাকে মুসলমানদের বায়তুলমাল থেকে দিয়েছেন অথচ সে অর্থে আমার কোনো অধিকার নেই। আমিতো তাদের প্রতিরক্ষার জন্য লড়াই করছি না যে, একজন সৈনিকের অংশ পাব, ভিক্ষুকও নই যে, ভিক্ষুকদের অংশ পাব।"

আবু হানিফা, মৌসেলবাসী ও মনসুর

১৪৮ হিজরীতে মৌসেলবাসী খলীফা মনসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তার পূর্বে এক বিদ্রোহের পর তারা মনসুরের কাছে অঙ্গীকার করেছিল যে, পুনরায় বিদ্রোহ করলে তাদের রক্ত ও মালামাল খলীফার জন্য হালাল হবে।

www.bjilibrary.com

পরবর্তী বিদ্রোহের পর মনসুর ইমাম আবু হানিফা এবং অন্যান্য আলেমদের ডেকে বললেন, "এ অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে তাদের রক্ত ও মালামাল আমার জন্য হালাল হয়ে গেছে ?"

অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম বললেন যে, "যদি আপনি তাদের ক্ষমা করেন তবে সেটা আপনার ঔদার্য, মহত্ত্ব, অন্যথা যে শাস্তি আপনি ইচ্ছা তাদের দিতে পারেন।"

ইমাম আবু হানিফা তখনো চুপচাপ বসে রইলেন। মনসুর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন "শেখজীর কি মতামত ?"

আবু হানিফা জবাব দিলেন, "মৌসেলবাসীরা এমন জিনিস আপনার জন্য বৈধ করেছে যাতে তাদের নিজেদের কোনো অধিকার নেই। (অর্থাৎ তাদের রক্ত) আর আপনি তাদের নিকট থেকে এমন একটা অঙ্গীকার নিয়েছেন, যে অঙ্গীকার নেয়ার কোনো অধিকার আপনার ছিল না। বলুন দেখি, কোনো মেয়ে যদি বিয়ে ছাড়া নিজেকে কারো জন্য বৈধ করে তবে কি সে বৈধ হয়ে যাবে ? যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কাউকে বলে যে, আমাকে হত্যা করো, তাহলে কি আদিষ্ট ব্যক্তির জন্য তাকে হত্যা করা বৈধ হবে।"

মনসুর বললেন, "না।"

ইমাম আবু হানিফা বললেন, "তাহলে আপনি মৌসেলবাসীদের ওপর ক্রোধ প্রকাশ থেকে বিরত থাকুন। তাদের রক্ত প্রবাহিত করা আপনার জন্য বৈধ নয়।"

একথা শুনে মনসুর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। তারপর পৃথকভাবে ইমাম আবু হানিফাকে ডেকে বললেন, "কথাতো আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু এমনি ফতোয়া দেবেন না যাতে আপনাদের নেতার (খলীফার) ওপর দোষ আরোপিত হয় এবং বিদ্রোহীদের সাহস বৃদ্ধি পায়।"

আবু হানিফা ও খলীফা

মনসুরের স্ত্রী

আব্বাসীয় খলীফা মনসুরের প্রতি তার স্ত্রীর অভিযোগ ছিল যে, তিনি স্বামী হিসেবে সুবিচার করছেন না। মনসুর এ অভিযোগ সমর্থন করলেন না। পরিশেষে মনসুর এ ব্যাপারে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিলেন। স্ত্রী মেনে নিয়ে ইমাম আবু হানিফার নাম প্রস্তাব করলেন।

www.bjilibrary.com

ইমাম আবু হানিফাকে ডেকে পাঠানো হলো। মনসুরের স্ত্রী পর্দার ওপাশে বসলেন। খলীফা মনসুর এ প্রশ্ন দিয়ে কথা শুরু করলেন যে, "শরীয়তের দৃষ্টিতে একজন পুরুষের কয়টি বিয়েতে অনুমতি রয়েছে ?"

"চারটি।" ইমাম সাহেব সাদামাটা সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন।

মনসুর বিজয়ীর দৃষ্টিতে পর্দার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বলি শুনছো"?

"জী হাঁ শুনছি।" মহিলা জবাব দিলেন।

মহিলার জবাবের মধ্যে মেয়েদের অধিকারের ব্যাপারে এক সুপ্ত আর্তনাদ ছিল। ইমাম সাহেব ব্যাপারটা উপলব্ধি করে সাথে সাথে বললেন, কিন্তু এ অনুমতি সেই পুরুষের জন্য যে পুরুষ সুবিচার করতে সক্ষম। অন্যথা একটির বেশী বিয়ে করা ঠিক নয়। খলীফার বিরুদ্ধে এ সত্য কথা অতি সাহসের সাথে বলা হলো। এ সুদৃঢ় উক্তিতে খলীফা মাথা নত করেন। পক্ষান্তরে পর্দার অন্তরালে মহিলা জয়ী হলেন। আবু হানিফা ঘরে ফিরে এলেন। ইমাম সাহেব ঘরে পৌছার পরপরই এক রাজকীয় গোলাম মনসুরের স্ত্রীর পক্ষ থেকে পঞ্চাশ হাজার দিরহামের উপঢৌকন নিয়ে হাজির হয়ে বললো, খলীফার স্ত্রী পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন, "আপনার দাসী সালাম জানিয়েছে এবং আপনার স্পষ্ট ভাষণের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।"

ইমাম আবু হানিফা এ মূল্যবান উপঢৌকন গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলে পাঠালেন যে, "আমি শুধু নিজের দায়িত্ব পালন করেছি। এর পেছনে আমার ব্যক্তিগত কোনো ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য নেই।"

আবু হানিফা ও কুফার গভর্নর

কুফার গভর্নর একবার ইমাম আবু হানিফার কাছে বিনীত আবেদন জানান যে, "আপনি তো কখনোই আমাদের কাছে আসেন না।"

ইমাম সাহেব জবাবে বললেন, "তোমার কাছে যাব কেন ? তোমার কাছে যে অর্থ-সম্পদ রয়েছে সেসব আমার প্রয়োজন নেই, পক্ষান্তরে আমার কাছে যে সম্পদ রয়েছে অন্য কেউ তার মালিক হতে পারবে না।"

আবু হানিফা ও প্রধান বিচারকের পদ

খলীফা মনসুরের সময়েও ইমাম আবু হানিফাকে বারবার কাজীর পদ এমনকি কাজিউল কুজাতের অর্থাৎ প্রধান বিচারকের পদ গ্রহণের আবেদন

www.bjilibrary.com

জানানো হয় কিন্তু ইমাম সাহেব নানা প্রকার টাল-বাহানা করে সে পদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। একবার নিজের অক্ষমতা জানিয়ে শান্তভাবে বলেন, "বিচারকের জন্য তো এমন মানুষ প্রয়োজন, যিনি আপনার ওপর, শাহাজাদাদের ওপর এমনকি সিপাহ্সালারদের ওপরও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মতো মনোবল রাখেন, আমার সে রকম মনোবল নেই। আমার তো অবস্থা হলো আপনি ডেকে পাঠানোর পর ফিরে গিয়েই যেন হারানো প্রাণ ফিরে পাই।"

অন্য এক সময় কঠোরভাবে খলীফাকে সম্বোধন করে বলেন, "আল্লাহর শপথ, যদি স্বেচ্ছায় আমি এ পদ গ্রহণ করি তবু আপনার ভরসার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারবো না। বাধ্য হয়ে অনিচ্ছায় গ্রহণ করলে তো কথাই নেই। কোনো ব্যাপারে আমার ফায়সালা যদি আপনার বিরুদ্ধে যায় এবং আপনি আমাকে হুমকি দেন যে, হয়তো সিদ্ধান্ত পাল্টাও না হলে তোমাকে ফোরাত নদীতে ডুবিয়ে মারা হবে তখন আমি ডুবে মরতে প্রস্তুত থাকবো তবু নিজের সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারবো না। তাছাড়া আপনার দরবারে এমন অনেকে রয়েছে যাদের মনতুষ্টি করার মতো কাজীর প্রয়োজন।"

একবার ইমাম সাহেবের অস্বীকৃতির প্রেক্ষিতে তাকে ত্রিশটি চাবুকাঘাত করা হয়। তার সারা দেহ রক্তাক্ত হয়ে যায়। খলিফা মনসুরের চাচা আবদুস সামাদ ইবনে আলী তাঁকে এজন্য খুবই তিরস্কার করেন। তিনি বলেন, "এ তুমি কি করলে? নিজের উপর এক লাখ তলোয়ারের শাস্তি গ্রহণ করলে। জেনে রাখ, ইনি শুধু ইরাকের ফকীহ (আইনবিদ) নন, সমগ্র প্রাচ্যবাসীদের ফকীহ।"

মনসুর লজ্জিত হয়ে প্রত্যেক চাবুকাঘাতের বদলে এক হাজার হিসেবে ত্রিশ হাজার দিরহাম ইমাম সাহেবকে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু ইমাম সাহেব সে দিরহাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তখন তাকে বলা হয়, তিনি যেন এ অর্থ গ্রহণ করে নিজের জন্য না রাখলেও দীন-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। এর জবাবে ইমাম সাহেব বলেন, "তার কাছে কি কোনো হালাল অর্থও রয়েছে?"

এসব কথায় এ দৃঢ় চরিত্রের মানুষ সম্পর্কে মনসুরের বিশ্বাস জন্মে যে, এঁকে সোনার খাঁচায় কোনোক্রমেই আবদ্ধ করা সম্ভব হবে না। তখন তিনি প্রতিশোধ নিতে শুরু করেন। তাঁকে আরো চাবুকাঘাতের শাস্তি দেয়া হয়, কারারুদ্ধ করে পানাহারে নানাভাবে কষ্ট দেয়া হয়, তারপর একটা বাড়ীতে নজরবন্দী করে রাখা হয়। সেখানে ইমাম সাহেব ইন্তেকাল করেন। কারো কারো মতে তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।

www.bjilibrary.com

আবু হানিফার অসিয়ত

খলীফা মনসুর ও তার সরকারের নানা রকম নির্যাতন-নিষ্পেষণ সহ্য করতে করতে ইমাম সাহেবের অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসে। ইমাম সাহেব তখন অসিয়ত করেন যে, মনসুর শহর নির্মাণের জন্য বাগদাদের যে এলাকা জনগণের সম্পত্তি থেকে দখল করেছে সে এলাকায় যেন এন্তেকালের পর তাঁকে দাফন না করা হয়।

এ অসিয়ত শুনে মনসুর চীৎকার করে বলেন, "আবু হানিফা ! জীবন ও মৃত্যুতে তোমার আক্রমণ থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে ?"

খালেদ ও মনসুর

একবার হযরত খালেদ ইবনে আবদুর রহমান বাগদাদ এলে আব্বাসীয় খলিফা আবু জাফর মনসুর তাঁকে দরবারে আমন্ত্রণ জানান।

হযরত খালেদ সেখানে উপস্থিত হলে মনসুর বলেন, "আপনি উমাইয়া খলীফাদের দরবারেও গমন করতেন। বলুন দেখি, তাদের ও আমার সরকারের মধ্যে কি পার্থক্য ? এও বলুন যে, সফরকালে পথে প্রদেশগুলোর অবস্থা কেমন দেখলেন।"

হযরত খালেদ সাহসিকতার সাথে বললেন, "আমি আপনার সরকারী কর্মচারীদের দেখেছি, তাদের যুলুমের কোনো সীমা নেই। উমাইয়াদের শাসনকালের কোনো যুলুম অত্যাচার আপনার শাসনামলে আমি অনুপস্থিত দেখিনি।"

খলীফা মনসুর একথা শুনে লজ্জায় মাথা নত করে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর মাথা উঠিয়ে বললেন, "ভাল কর্মচারী পাওয়া যায় না। কি করি বলুন ?"

হযরত খালেদ জবাব দিলেন, "হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ বলতেন, শাসনকর্তা হলো একটা বাজারের মতো, এখানে সেসব দ্রব্যাদিই আসে যা এখানে চলে। শাসক যদি পুণ্যবান হন তাহলে অধীনরা তার কাছে সৎ লোকদের নিয়ে আসে, পক্ষান্তরে যদি পুণ্যবান না হন তাহলে অধীনস্তরা তার কাছে পাপাত্মা, দুষ্কৃতিকারীদের নিয়ে আসে।"

www.bjilibrary.com

মোবারক ও আবু জাফর

খলীফা আবু জাফর এক ব্যক্তিকে হত্যার আদেশ দেন। সে সময় মোবারক ইবনে ফোজালা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, "আমীরুল মুমিনীন, একটু থামুন। আদেশ দেয়ার আগে একটা হাদীস শুনে নিন।"

আবু জাফর বললেন, "বলুন"। মোবারক বললেন, "হাসান বছরী থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলে করীম সা. এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টিকে একস্থানে একত্রিত করার পর একজন ঘোষক ঘোষণা করবেন ঃ আল্লাহর সামনে যার আসার সাহস আছে সে যেন এগিয়ে আসে। কিন্তু প্রথমে কেউ আসবে না। পরে সে ব্যক্তি আসবে যে ব্যক্তি কারো অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছে।"

আবু জাফর এ হাদীস শুনে প্রভাবিত হলেন। সাথে সাথে বললেন, "ঐ লোকটাকে ছেড়ে দাও, আমি তার অপরাধ ক্ষমা করলাম।"

ইমাম মালেক ও খলীফা মনুসর

একবার খলীফা মনসুর মদীনায় গমন করেন এবং মসজিদে নববীতে বিতর্ক শুরু করে দেন। এতে খুবই শোরগোল শোনা যায়। ইমাম মালেক এ অবস্থা দেখে খলীফাকে সম্বোধন করে বলেন, "খবরদার ! বেয়াদবী যেন না করা হয়। এখানে উচ্চ কণ্ঠে কিছু বলা উচিত নয়।"

তারপরও তিনি পবিত্র কুরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করেন। "লাতারফাউ আসওয়াতাকুম ফাউকা ছাওতিন নাবীঈয়ে"—অর্থাৎ নিজেদের আওয়াজকে তোমার নবীর আওয়াজের চেয়ে বুলন্দ করো না।

ইমাম মালেক ও কর্পূর

কে একজন খলীফা মনসুরের কাছে অভিযোগের সুরে বললো যে, আপনার সাম্রাজ্যের আলেম সমাজ আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট। মনসুর বিশিষ্ট আলেমদের দরবারে ডেকে পাঠালেন। ইমাম মালেক দরবারে যাওয়ার পূর্বে গোসল করে কাফনের কাপড় পরিধান করলেন তারপর কর্পূর মেখে দরবারে গেলেন।

www.bjilibrary.com

ওলামায়ে কেরামকে সম্বোধন করে মনসুর বললেন, "আপনারা আমার বাইয়াত করেছেন, আপনাদের দায়িত্ব ছিল আমার আনুগত্য করা এবং যদি আমি কোনো ভুল করি তবে আমাকে উপদেশ দেয়া। কিন্তু আমি এটা শুনে খুবই দুঃখিত হলাম যে, আপনারা আমার সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা করছেন।"

তারপর ইমাম মালেকের প্রতি তাকিয়ে মনসুর বললেন, "আমার সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ?" ইমাম মালেক বললেন, "আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া থেকে মাফ করুন।" তারপর মনসুর অন্যান্য আলেমদের একই প্রশ্ন করলেন সবাই সাহসিকতার সাথে একই জবাব দিলেন। মনসুর তাদের খুব করে ধমকালেন। কিন্তু সবাই বললেন, "আজকের মৃত্যু কালকের মৃত্যুর চেয়ে উত্তম।"

সকল ওলামায়ে কেরাম বিদায় নিয়ে গেলে মনসুর ইমাম মালেককে জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার আপনার পোশাক থেকে কর্পূরের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে যে ?"

ইমাম মালেক জবাব দিলেন, "আমি জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে এখানে এসেছিলাম। কারণ আপনার দরবারে হক কথা বলার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।"

ইমাম মালেক ও মদীনার গভর্নর

আব্বাসীয়দের যুলুম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ১৩৫ হিজরীতে মুহাম্মাদ "নফসে জাকিয়াহ্" মদীনায় বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। ইমাম মালেকও তাঁকে সমর্থন জানান। কিছু লোক বলেন, আমরা মনসুরের বাইয়াত করেছি, কাজেই তার আনুগত্য করা উচিত। ইমাম মালেক বললেন, খেলাফতের জন্য মনসুর জোর পূর্বক বাইয়াত নিয়েছেন, জোর পূর্বক যে কাজ করানো হয় শরীয়তে তার প্রতি সমর্থন নেই। হাদীস শরীফে রয়েছে, কাউকে দিয়ে জবরদস্তি তালাক আদায় করা হলে, তাতে তালাক হবে না।

খলীফা মনসুরের চাচাতো ভাই জাফর ছিলেন মদীনার গভর্নর। তিনি ইমাম মালেককে ধমকাতে লাগলেন যেন জবরদস্তি তালাক সংঘটিত না হওয়ার ফতোয়া থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু ইমাম মালেক একথায় কান দেননি। অবশেষে ইমাম সাহেবকে গ্রেফতার করে শিকলাবদ্ধ করে গভর্নরের দরবারে নিয়ে যাওয়া হয়। জাফর ইমাম সাহেবকে সত্তরটি চাবুকাঘাতের শাস্তি দেয়ার নির্দেশ দেন।

www.bjilibrary.com

ইমাম সাহেবের দেহের পোশাক খুলে ফেলে নির্মমতার সাথে চাবুকাঘাত করা হয়। তাঁর পৃষ্ঠ রক্তাক্ত হয়ে যায়। রক্ত গড়িয়ে পড়তে থাকে। তবু প্রতিটি চাবুকাঘাতের পর ইমাম সাহেব উচ্চ কণ্ঠে বলেন, "জবরদস্তি তালাক হারাম।"

চাবুকাঘাতের শাস্তি দিয়ে তৃপ্ত হতে পারেননি মদীনার গভর্নর। তাই ইমাম মালেককে ক্ষতবিক্ষত দেহে উটের পিঠে বসিয়ে শহর প্রদক্ষিণের আদেশ দেন। ইমাম সাহেব বাজার, গলিপথে যাওয়ার সময়ে উটের পিঠ থেকে উচ্চ কণ্ঠে বলতে থাকেন, "যে আমাকে জানে সেতো জানেই আর যে জানে না সে যেন জেনে নেয়, আমি মালেক ইবনে আনাস, আমি ফতোয়া দিচ্ছি যে, জবরদস্তি তালাক শরীয়তে জায়েয নেই।" তারপর রক্তাক্ত অবস্থায় মসিজদে নববীতে গমন করেন এবং রক্ত পরিষ্কার করে দু'রাকাত নামায আদায় করেন।

খলিফা মনসুর এ সংবাদ পেয়ে খুবই অসন্তুষ্ট হন। জাফরকে গভর্নর পদ থেকে বরখাস্ত করেন। ইমাম মালেকের কাছে ক্ষমা চান এবং বলেন যে, জাফরকে আমি শাস্তি দেব। কিন্তু ইমাম মালেক শাস্তি দিতে নিষেধ করে বলেছেন, "প্রতিশোধের প্রয়োজন নেই, আমি জাফরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা করে দিচ্ছি।"

তাউস ও খলীফা মনসুর

খলীফা মনসুরের দরবারে মালেক ইবনে আনাসের মোকদ্দমা চলছিল। মনসুর তাউসের কাছে দোয়াত চাইলেন। কিন্তু তাউস দোয়াত দিল না, চুপ করে বসে রইলো। খলীফা বললেন, 'তাউস, তুমি আমাকে দোয়াত দিলে না কেন ?"

তাউস জবাবে বললো, "আমার ধারণা ছিল যে, আপনি এর কালি দিয়ে কোনো পাপের কথা লিখবেন, এ জন্য দেইনি।"

মনসুর ভীষণ ক্রোধান্বিত হলেন—কিন্তু শুধু বললেন, "ঠিক আছে, তুমি এখনি উঠে যাও।"

ইমাম জাফর সাদেক ও খলীফা মনসুর

একবার আব্বাসীয় খলীফা মনসুরের মুখে একটি মাছি এসে বসলো। মনসুর মাছিটিকে তাড়িয়ে দিলেও সে বার বার এসে বিরক্ত করছিল। শেষে

www.bjilibrary.com

মনসুরের বিরক্তি ধরে গেল। ঠিক সে সময় ইমাম জাফর সাদেক এলেন। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন, "আবু আবদুল্লাহ, মাছি কি জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে ?"

ইমাম জাফর সাদেক জবাব দিলেন, "অত্যাচারীদের জ্বালাতন করার জন্য।"

মনসুর থতমত খেয়ে গেলেন।

ইবনে তাউস ও
আবু জাফর মনসুর

আব্বাসীয় খলিফা আবু জাফর মনসুর, সে সময়ের খ্যাতনামা মোহাদ্দেস ইবনে তাউসকে ডেকে পাঠালেন। তিনি দরবারে এলে বললেন, "কোনো হাদীস বর্ণনা করুন।" পিছনে জল্লাদরা নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ইবনে তাউস জল্লাদের প্রতি তাকিয়ে শান্তভাবে বললেন, "রসূলে করীম সা. বলছেন, আল্লাহ তাআলা জমিনের পূর্ব ও পশ্চিমকে তোমাদের পদানত করে দেবেন। কিন্তু সে সময়ের শাসনকর্তারা হবে জাহান্নামী, তবে হাঁ তারা মুক্ত থাকবে যারা আল্লাহর ভয়ে কাজ করবে এবং আমানতে কোনো খেয়ানত করবে না। আমীরুল মুমিনীন! ভেবে দেখুন, আপনি নিজে কোথায় রয়েছেন। আল্লাহ তাআলা পূর্ব ও পশ্চিমকে আপনার মালিকানায় দিয়েছেন।"

একথা শুনে মনসুর মাথানত করে ফেললেন, ইবনে তাউস চুপ করে রইলেন।

উপস্থিত সবাই আশংকা করলেন যে, এবার বুঝি জল্লাদদের "স্পষ্টভাষী ইবনে তাউসের" মস্তক দ্বিখণ্ডিত করার আদেশ দেয়া হবে। কিন্তু মনসুর মাথা তুলে বললেন, ইবনে তাউস, আরো কিছু শোনান।

ইবনে তাউস বললেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "সে ব্যক্তির সাথে আমাকে বুঝাপড়া করতে দাও, যাকে আমি একা করে সৃষ্টি করেছি এবং প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়েছি এবং সবসময়ে তার কাছে কাছে থাকার মতো পুত্র দিয়েছি এবং সকল প্রকার আসবাব-সামগ্রীতে প্রসারতা দিয়েছি, তবুও সে আরো পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। কিন্তু সেটা কিছুতেই হবে না। সে আমার আয়াতসমূহের সাথে শত্রুতা করেছে, আমি তাকে জাহান্নামের পাহাড়ে তুলবো।"–সূরা মুদ্দাসসির ঃ ১১-১৭

www.bjilibrary.com

পবিত্র কুরআনের এ আয়াত ওলিদ ইবনে মুগিরা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কেননা আল্লাহ তাআলা তাকে নেয়ামত দান করেছেন, অথচ সে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে এবং বিদ্রোহ করেছে, ধন-সম্পদ অন্যায়-অবৈধ পথে ব্যয় করেছে। হযরত মুহাম্মাদ সা. ও কুরআনে কারীমকে অবিশ্বাস করেছে। এজন্য আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে শাস্তি দেবেন।

এসব শোনার পর মনসুর আবার মাথানত করলেন, ইবনে তাউস চুপ করে রইলেন। উপস্থিত সবাই আবার ইবনে তাউসের হত্যার আশংকা করলো। কিছুক্ষণ পর মনসুর মাথা তুলে বজ্রকণ্ঠে বললেন, "তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও।"

ইবনে তাউসের মনসুরের এ বাচনভঙ্গি পছন্দ হলো না। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "আমি তো এটাই চাচ্ছিলাম"–এ বলে তিনি উঠে চলে গেলেন।

সুফিয়ান ছাওরী ও খলীফা মেহেদী

আব্বাসীয় খলীফা আল–মেহেদী হজ্জে যাবার পর সুফিয়ান ছাওরীকে তার কাছে হাজির করার আদেশ দিলেন। সে আদেশ অনুযায়ী মেহেদীর লোকলস্কর রাত্রিকালে সুফিয়ান ছাওরীর বাড়ী ঘেরাও করে এবং তাঁকে গ্রেফতার করে রাত্রিকালেই মেহেদীর সামনে হাজির করে। মেহেদী তাকে নিজের কাছে বসিয়ে বলেন, "আপনার সাথে বিভিন্ন ব্যাপারে পরামর্শ করা দরকার কিন্তু আপনি কেন আমার কাছে আসেন না ? আপনি যা আদেশ করেন তাই পালন করবো এবং যা নিষেধ করেন সেটা থেকে বিরত থাকবো।"

সুফিয়ান ছাওরী বলেন, "এ সফরে আপনি কত টাকা খরচ করেছেন ?"

মেহেদী বললেন, "আমার জানা নেই, খাজাঞ্চী এবং সেক্রেটারী বলতে পারবে।"

সুফিয়ান বললেন, "কাল কিয়ামতের দিন আপনাকে যখন আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে এবং অপব্যয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে তখন কি জবাব দেবেন ? ওমর ইবনে খাত্তাব রা. হজ্জ পালনের সময়ে তার গোলামকে জিজ্ঞেস করেন যে, এ সফরে কত খরচ হয়েছে ? গোলাম জবাব দিলেন যে, আঠার দিনার খরচ হয়েছে। ওমর ফারুক শুনে বললেন, সর্বনাশ! আমরা মুসলমানদের বায়তুলমালের উপর ভারি বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি।

www.bjilibrary.com

এছাড়া আপনার কি সে বর্ণনার কথা মনে পড়ে ? মনসুর ইবনে আম্মার যেটা আমাদের কাছে উল্লেখ করেছিলেন এবং যে বর্ণনা আপনি লিখে নিতে চেয়েছিলেন ?"

মনসুর ইবরাহীম ও আসোয়াদের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আলকামার বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, রসূলে করীম সা. বলেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দেয়া মালামাল যারা খাহেশাতে নফসানীর তাকিদ অনুযায়ী ব্যয় করে তাদেরকে কাল কিয়ামতে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

মেহেদীর একজন তল্পিবাহক সেক্রেটারী আবু ওবায়েদ একথা শুনে বলেন, "আমীরুল মুমিনীনের সামনে এ রকমের কথা বলা হচ্ছে ?"

সুফিয়ান ছাওরী জবাব দিলেন "চুপ করো, ফিরাউন হামানকে এবং হামান ফিরাউনকে এভাবেই ধ্বংস করেছে।" একথা বলে সুফিয়ান ছাওরী বেরিয়ে এলেন।

সুফিয়ান ছাওরী ও উজীর রবি

একবার খলীফা মেহেদীর কাছে হযরত সুফিয়ান ছাওরী আগমন করেন এবং সালাম বিনিময়ের পর এক পাশে উপবেশন করেন। মেহেদী হেসে তাঁর প্রতি তাকিয়ে বলেন, "হে সুফিয়ান! আপনি আমাদের ভয়ে এদিক ওদিক পালিয়ে বেড়ান এবং বোধ হয় আপনি মনে করেন যে, আমরা আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করতে চাইলেও পারবো না। আচ্ছা এখন তো আপনি আমাদের আওতায় রয়েছেন, যদি ইচ্ছা করি তাহলে এখনই আপনাকে অপমানিত করার আদেশ দিতে পারি।"

সুফিয়ান ছাওরী দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললেন, "যদি আপনি আমার সাথে এ জাতীয় ব্যবহার করেন তবে সর্বশক্তিমান শাহানশাহ রাজাধিরাজ যিনি হক ও বাতিলের মধ্যে প্রভেদ করেন তিনিও আপনার সাথে একই রকম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত করবেন।"

একথা শুনে মেহেদীর উজির রেগে গিয়ে বললেন, "আমীরুল মুমিনীন, এ মূর্খ আপনার সাথে গোস্তাখী করছে। অনুমতি দিলে এক্ষুণি ওর মস্তক উড়িয়ে দেই।"

মেহেদী বললেন, "আরে হতভাগা! তুমি কি করে বুঝবে যে, এ লোকের গুণাবলী ও মর্যাদা কত উচ্চতর। যদি ওকে হত্যা করা হয় তাহলে সব

www.bjilibrary.com

এলেম ধ্বংস হয়ে যাবে। আমিতো তাঁর স্পষ্ট এবং সত্য ভাষণের কারণে তাঁকে কুফার কাজী মনোনীত করবো এবং এ রকম কাজী হবেন তিনি যে তার ফায়সালাতে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।"

তারপর মেহেদী কুফার কাজী পদ লিখে সুফিয়ানের হাতে হুকুমনামা প্রদান করলেন। সুফিয়ান ছাওরী এ হুকুমনামা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং ফোরাত নদীতে ফেলে দিয়ে আত্মগোপন করে রইলেন। মেহেদী সর্বত্র তাঁকে সন্ধান করলেন, কিন্তু কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না।

এ ঘটনার পর হযরত সুফিয়ান ছাওরী সবসময়েই আত্মগোপন অবস্থায় কাটালেন এবং ১৬১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

ইয়াজিদ ইবনে হাবিব ও মিশরের গভর্নর

মিশরের একজন বিশিষ্ট হাফেজে হাদীস ইয়াজিদ ইবনে আবু হাবিব একবার রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে মিশরের গভর্নর হাওছায়া ইবনে সোহায়েল তাঁর সেবা শুশ্রূষার জন্য উপস্থিত হয়ে বললেন, "মহাত্মন! একটা মাসয়ালা বলুন।"

ইয়াজিদ বললেন, "বলুন দেখি কি মাসয়ালা" গভর্নর বললেন, "যে কাপড়ে মশার রক্ত লেগে থাকে সে কাপড় পরিধান করলে নামায জায়েয হবে কিনা ?"

হযরত ইয়াজিদ এ প্রশ্ন শুনে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং কথা বন্ধ করে দিলেন। তাঁর বিরক্তির প্রকাশ দেখে গভর্নর উঠে চলে যেতে উদ্যত হলেন। হযরত ইয়াজিদ তখন বললেন, "প্রতিদিন আল্লাহর সৃষ্টির রক্ত প্রবাহিত করো আর আমার কাছে জিজ্ঞেস করতে এসেছো মশার রক্তের মাসয়ালা।"

সালেহ ইবনে বশীর ও খলীফা মেহেদী

খলীফা মেহেদী সালেহ ইবনে বশীরকে ডেকে পাঠালেন। তিনি হাজির হলে খলিফা বললেন, "জনাব আমাকে কিছু নসিহত করুন।" সালেহ ভরা মজলিসে কোনো দ্বিধা-সংকোচ না করে বললেন, "আপনি নসিহত

www.bjilibrary.com

চাচ্ছেন তো শুনুন, যত সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার মানুষকে দেয়া হয়েছে কিয়ামতের দিন সে অনুযায়ীই তাদের সাথে হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে। জ্ঞানবান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ভুল করলে তাদের হিসাব হবে সাধারণ মানুষের চেয়ে অধিক।

মেহেদী বললেন, "আরো কিছু বলুন।"

সালেহ ঃ "আপনি খলীফা, কাজেই আপনি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের বিনাশ তথা সত্যের প্রতিষ্ঠা অসত্যের বিনাশ সাধনে সর্বশক্তি নিয়োগের জন্য অধিক দায়িত্বশীল। সত্যের ব্যাপারে আপনার অন্তর নিশ্চিন্ততা লাভ করবে না—মুখে এ রকম কোনো উচ্চারণ করবেন না এবং এ রকম কোনো পদক্ষেপও গ্রহণ করবেন না। কুরআন সুন্নাহর ফায়সালার ওপর যদি আপনি নিজের বিবেকের সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দেন তবে মনে রাখবেন, কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সামনে লজ্জায় অধোবদন হতে হবে। নিজের জীবন খায়েশাতে নফসানীর পূর্ণতা বিধানে যে ব্যক্তি কাটিয়ে দেয় এবং ভাল-মন্দের তারতম্যের জন্য দেয়া বিবেক-বুদ্ধিকে মন্দ কাজের বৈধতা আবিষ্কারে যে ব্যয় করে সে অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানুষ।"

মেহেদী ঃ "আরো কিছু বলুন।"

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সালেহ বললেন ঃ

"পৃথিবীতে এ রকম আলেমের অভাব নেই যারা আমীর-ওমরাহদের মন্দ কাজকে বৈধ প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। এ রকম লোকের সাক্ষাৎ আপনিও পাবেন। কিন্তু এটা ভুলে যাবেন না যে, কারোর মুখের কথাতেই হক বাতিল হয়ে যায় না এবং বাতিল হক-এ পরিণত হয় না। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যেটাকে হক বলে নির্ধারণ করেছেন সেটাই হক এবং তাঁরা যেটাকে বাতিল বলে নির্ধারণ করেছেন সেটাই বাতিল। মানুষের সব কাজকে বৈধ বলে সার্টিফিকেট দেয়ার এবং তার ব্যক্তিত্বকে সমালোচনার উর্ধে মনে করার লোকেরও অভাব নেই, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে এবং "জী হুজুরী" করাটাকে বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে প্রতারণাকারীদের প্রতারণা থেকে দূরে থাকতে হবে।"

মেহেদী এসব কথায় খুবই প্রভাবিত হচ্ছিলেন। বললেন, "আরো কিছু বলুন।"

সালেহ ঃ "নিজেকে নিজে ভাল মনে করা উন্নতির জন্য বিষ স্বরূপ এবং নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে পরিপূর্ণ মনে করা সবচেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা,

www.bjilibrary.com

নিজের মুখে নিজের প্রশংসা করা সবচেয়ে বড় মূর্খতা। নিজের পদ-মর্যাদা দ্বারা অবৈধ স্বার্থোদ্ধার করা গণতন্ত্রের মৃত্যুর শামিল এবং ইসলামের প্রাণ শক্তির পরিপন্থী। কথা শুনে চিন্তা করতে হবে। অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা। স্বার্থপরতা এবং ক্রোধ দু'টোই অন্তরকে অন্ধ করে দেয়।"

কয়েদী ও খলীফা মেহেদী

খলীফা মেহেদী ঈসা ইবনে যায়েদ নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করার প্রয়োজন খুঁজছিলেন। অনেক খোঁজাখুজি সত্ত্বেও তার কোনো হদীস পাওয়া যায়নি। অবশেষে অন্য ব্যক্তিকে এ অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় যে, সে ঈসা ইবনে যায়েদের সন্ধান জানে অথচ সেটা প্রকাশ করছে না। সে কয়েদী কয়েদখানার সকল দুঃখ-কষ্ট নীরবে পরম ধৈর্য সহকারে সহ্য করলেন, তবুও নিরপরাধ ঈসার কথা জানালেন না। শেষে একদিন খলীফা তাকে দরবারে ডেকে এনে ধমক দিয়ে বললেন, ঈসা ইবনে যায়েদের সংবাদ বলো, না হয় তোমাকে হত্যা করা হবে।"

সে কয়েদী সাহসিকতার সাথে জবাব দিলেন। "আমি আছি কয়েদ খানায় কি করে বলবো সে কোথায় আছে ? আর যদি জানা থাকতো তবুও সে নিরপরাধের রক্তের দায়িত্ব কিছুতেই নিজের ঘাড়ে নিতাম না।"

তারপর খলীফার আদেশে সে কয়েদীর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে দেয়া হয়।

কাজী আবু ইউসুফ ও হারুনুর রশীদ

একবার কাজী ইউসুফ খলীফা হারুনুর রশীদের সাথে সাক্ষাত করতে যান। সেখানে কথা প্রসংগে খলীফাকে সমালোচনা করে নসিহত করেন যে, "আপনার ওপর এক বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এ দায়িত্বের পুণ্য সকল পুণ্যের চেয়ে অধিক। জনগণের কাজের দায়িত্ব আপনার ওপর ন্যস্ত, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সংখ্যাতীত সৃষ্টির অধিকার সংরক্ষণ আপনার কর্তব্য। আল্লাহ তাবারক অ-তাআলা আপনার ওপর দায়িত্ব আরোপ করে আপনাকে পরীক্ষা করেছেন। এ পৃথিবী এক পরীক্ষার স্থল, যে কাজের ভিত্তি আল্লাহ-ভীতির ওপর রাখা হয়নি সে কাজ সম্পর্কে ভয় করুন।

www.bjilibrary.com

ফোজায়েল ইবনে আয়াজ ও হারুনুর রশীদ

বাদশাহ হারুনুর রশীদ হজ্জ সমাপনের উদ্দেশ্যে মক্কায় এসেছেন। মিনায় অবস্থানের প্রথম রাত। গভীর রাতে উজির ফোজায়েল ইবনে রবিকে তিনি বললেন ঃ

"আমার মনে একটা খেয়াল জেগেছে, কোনো একজন আলেমই এর জবাব দিতে পারবেন। কাজেই একজন আলেমের কাছে চলো।" তারপর তারা বেরিয়ে কয়েকজন আলেমের কাছে গেলেন। কিন্তু হারুনুর রশীদের মনে স্বস্তি এলো না। অবশেষে উভয়ে ফোজায়েল ইবনে আয়াজের অবস্থান স্থলে গমন করলেন। ফোজায়েল তখন নামায আদায় করছিলেন। নামায শেষ হলে উজির ফোজায়েল ইবনে আয়াজের দরজায় করাঘাত করলেন। ভেতর থেকে আওয়াজ এল, 'কে ?'

উজির জবাব দিলেন, "আমীরুল মুমিনীন এসেছেন।"

ফোজায়েল ভেতর থেকে জবাব দিলেন, "আমীরুল মুমিনীনের সাথে আমার কি কাজ ?"

উজির বললেন, "সুবহানাল্লাহ! আমীরুল মুমিনীনের আনুগত্য কি আপনার ওপর ওয়াজিব নয় ?"

ফোজায়েল ইবনে আয়াজ দরজা খুলে দিলেন এবং ঝট করে বাতি নিভিয়ে গুটি মেরে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। হারুনুর রশীদ ও উজীর অন্ধকারে হাতড়ে ফোজায়েলকে বের করলেন।

হারুনুর রশীদের হাত ফোজায়েলের হাতে লাগলে ফোজায়েল বললেন, 'কি নরম হাত, কতো সৌভাগ্যের ব্যাপার হবে যদি এ হাত কাল কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পায়।'

হারুনুর রশীদ বললেন, "আল্লাহ আপনাকে রহমত করুন, আমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছি সে উদ্দেশ্য পূরণ করুন।"

ফোজায়েল বললেন, "আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন ? আপনি নিজেই নিজের ওপর আস্থা স্থাপন করেছেন, আপনার সংগীও আপনার ওপর আস্থাশীল অথচ আপনি যদি তাকে নিজের পাপের কিছু অংশগ্রহণ করতে বলেন, তাহলে তিনি এতে রাজী হবেন না। আপনাকে সে যতো বেশী ভালবাসা প্রকাশ করে, এ ব্যাপারে ততো বেশী দূরে সরে যাবে।"

www.bjilibrary.com

ফোজায়েল কিছুক্ষণের জন্য থামলেন। ঘরের ভেতর ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বলতে শুরু করলেন।

"আমীরুল মু'মিনীন ! ওমর ইবনে আবদুল আজীজ খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা., মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল-ফারাজী এবং রেজাআ ইবনে হায়াতকে ডেকে পাঠালেন। তারা এলে বললেন, আমি এক মহা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি আমাকে কিছু পরামর্শ দিন।

হে হারুনুর রশীদ! ওমর ইবনে আবদুল আজিজ খেলাফতকে একটা পরীক্ষার ব্যাপার মনে করেছেন অথচ আপনি ও আপনার সহচররা এটাকে একটা নিয়ামত মনে করে সে নেয়ামত লুটেপুটে নিচ্ছেন।"

ওমর ইবনে আবদুল আজীজকে ডেকে পাঠানোর পর হযরত সালেম বললেন,"যদি আপনি কিয়ামতের দিন আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেতে চান, তাহলে মুসলমানদের মধ্যে যারা বয়স্ক তাদের পিতার সমতুল্য, যারা মধ্য বয়সের তাদের ভাইয়ের সমতুল্য এবং যারা ছোট তাদেরকে পুত্রের সমতুল্য মনে করুন। পিতার সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করুন, ভাইদের দয়া-মায়া দিয়ে আপ্যায়ন করুন এবং পুত্রদের স্নেহ ভালবাসা দান করুন।"

রেজাআ ইবনে হায়াত বললেন, "যদি আপনি কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আজাব থেকে রক্ষা পেতে চান তাহলে নিজের জন্য যা পছন্দ করেন মুসলমানদের জন্যও তাই পছন্দ করুন। নিজের জন্য যেটা খারাপ মনে করেন সেটাকে মুসলমানদের জন্যও খারাপ মনে করুন। তারপর জীবনের মালিকের কাছে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন উৎসর্গ করুন।"

"কাজেই হে আমীরুল মু'মিনীন! আমিও আপনাকে একই কথা বলছি। আপনাকে আমি সেদিনের ভয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে দিন অনেক বড় বড় হৃদয় কম্পিত হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আপনাকে রহমত করুন। আপনার সহচররা কি ওমর ইবনে আবদুল আজিজের সহচরদের মতো যে, তারা আপনাকে অনুরূপ কাজের আদেশ দেবে।"

একথা শুনে হারুনুর রশীদ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তাঁর হেঁচকি ধরে গেল। উজির ফোজায়েল ইবনে রবি বললেন, "আমীরুল মু'মিনীনের সাথে একটু নম্র ব্যবহার করুন।"

ফোজায়েল বললেন, "হে রবি'র পুত্র, তুমি এবং তোমার সহচররা তাকে শেষ করে দিয়েছো এখন আমাকে নম্রতার সবক শিখাতে এসেছো।"

www.bjilibrary.com

হারুনুর রশীদ কিছুটা স্বাভাবিক হলে বললেন, "আরো কিছু বলুন।"

ফোজায়েল বললেন, আমীরুল মু'মিনীন, একবার এক গভর্নর অত্যধিক কাজের চাপে ঘুমোবার সময়ও না পাওয়ার অভিযোগ করেন। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তাকে লিখলেন, হে ভাই! জাহান্নামের অধিবাসীরা জাহান্নামে সবসময়ের জন্য জেগে থাকবে এবং ঘুমাতে পারবে না। সেদিনের কথা স্মরণ কর, তোমাকে জাগ্রত অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় একদিন তোমার প্রভুর কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রভুর পথে নিজের পদস্খলন আসতে দিও না। এমন যেন না হয় যে, তুমি অংগীকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া লোকদের দলভুক্ত হয়ে যাও এবং তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষা কেড়ে নেয়া হয়।

সেই গভর্নর এ চিঠি পেয়ে দ্রুত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের কাছে ছুটে আসেন। ওমর জিজ্ঞেস করেন, কি ব্যাপার, কেন এসেছো ?

গভর্নর জবাব দিলেন, "আমীরুল মু'মিনীন, আপনার চিঠি আমার মনের পর্দা ছিন্ন করে দিয়েছে। আমি বেঁচে থাকতে কোনো প্রদেশের গভর্নর হওয়া পছন্দ করবো না।"

হারুনুর রশীদ আবার কেঁদে কেঁদে বললেন, "আরো কিছু বলুন।"

ফোজায়েল বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! নবী করীম সা.-এর চাচা হযরত আব্বাস রা. একবার নবীজীর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রসূল, আমাকে কোনো এলাকার শাসনকর্তা নিয়োগ করে দিন।" রসূলে করীম সা. বললেন, হে আব্বাস! নিজেকে নিষ্কলুষ ও প্রাণবন্ত রাখতে পারা অতুলনীয় রাজত্বের চেয়েও উত্তম। শাসন ক্ষমতা কিয়ামতের দিন অনুতাপ ও অবমাননার কারণ হবে। যদি শাসক হওয়ার ইচ্ছা মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন তবে সেটাই হবে কল্যাণকর।"

হারুন আবার হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন এবং বললেন, "আল্লাহ আপনাকে রহমত করুন, আরো কিছু বলুন।"

ফোজায়েল বললেন, "হে সুন্দর সুদর্শন চোহারার অধিকারী! কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাকে তাঁর সৃষ্টির দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। কাজেই এ চেহারাকে যদি পারেন জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন এবং জীবনের দিবস-রাত্রি এমনভাবে কাটিয়ে দিন যাতে প্রজাদের পক্ষ থেকে কোনো ঘৃণা বা অভিযোগের সুর ধ্বনিত না হয়।

কারণ নবী করীম সা. এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি এমনভাবে রাত্র যাপন করেছে যার অন্তরে প্রজাদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ বিদ্যমান রয়েছে সে ব্যক্তি জান্নাতের গন্ধও পাবে না।"

www.bjilibrary.com

হারুন আবার জারজার কাঁদলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার ওপর কি কোনো ঋণ রয়েছে ?"

ফোজায়েল বললেন, "জী হাঁ, আমার প্রভুর ঋণ রয়েছে, সে ঋণের হিসাব তিনি আমার কাছ থেকে আদায় করবেন। আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে যখন আমার কাছ থেকে হিসেব নেয়া হবে। আমি ধ্বংস হবো যখন আমাকে জিজ্ঞাসবাদ করা হবে এবং কোনো দলীল প্রমাণই আমার কাজে আসবে না।"

হারুন বললেন, "আমি মানুষের ঋণের কথা বুঝাতে চাচ্ছি।"

ফোজায়েল বললেন, "আমার প্রভু মানুষের কাছ থেকে ঋণ নেয়ার আদেশ দেয়নি তিনি আমাকে তাঁর প্রতিজ্ঞা সত্য বলে গ্রহণ করার এবং তার আনুগত্য করারই শুধু আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, আমি জিন ও মানুষকে ইবাদাত ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। তাদের নিকট থেকে রিজিক লাভ করা এবং তারা আমাকে খাওয়াবে এ জাতীয় কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা রিযিকদাতা এবং সর্বশক্তির নিয়ামক।"

হারুন বললেন, "এই এক হাজার দীনার গ্রহণ করুন, পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করবেন এবং এ থেকে আল্লাহর ইবাদাতের শক্তি লাভ করবেন বলে আমি আশা করি।"

ফোজায়েল বললেন, "সুবহানাল্লাহু ! আমি আপনাকে হেদায়াতের পথ প্রদর্শন করছি অথচ আপনি এভাবে আমাকে তার প্রতিদান দিতে চাচ্ছেন।"

তারপর ফোজায়েল চুপ করে রইলেন। হারুনুর রশীদ ও তাঁর উজির চুপচাপ উঠে বাইরে চলে এলেন। পথে হারুন তাঁর উজীরকে বললেন, আমি যখনই তোমাকে কোনো আলেমের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলবো তখন এ ধরনের আলেমের কাছেই আমায় নিয়ে যেও।

ইবনে সাম্মাক ও হারুনুর রশীদ

বাগদাদের একজন বিশিষ্ট আলেম ইবনে সাম্মাক একবার হারুনুর রশীদের কাছে বসেছিলেন। খলীফার এ সময়ে পিপাসাবোধ হওয়ায় তিনি পানি চাইলেন। গ্লাস হাজির করা হলে হারুন মুখের কাছে পানি তুলে ধরতেই ইবনে সাম্মাক বললেন, "আমীরুল মু'মিনীন ! একটু অপেক্ষা করুন। বলুন দেখি,

কোনো প্রবল শক্তি যদি এখন আপনাকে পানি পান থেকে বিরত রাখে তাহলে এ পানিটুকু আপনি কত দামে ক্রয় করবেন ?"

হারুনুর রশীদ বললেন, "এ পানিটুকুর জন্য যদি আমাকে অর্ধেক সাম্রাজ্যও দিতে হয় তবুও ক্রয় করতে বাধ্য হবো। ইবনে সাম্মাক বললেন, এবার আপনি পানি পান করুন।"

হারুনুর রশীদ পানি পান শেষ করলে ইবনে সাম্মাক আবার জিজ্ঞেস করলেন, "এবার বলুন, যে পানি আপনি পান করেছেন যদি এ পানি বাইরে বের করার পথ বন্ধ করে দেয়া হয় তবে তা বের করার জন্য আপনি কত মূল্য দিতে রাজি হবেন ?"

হারুন বললেন, "যদি সমগ্র সাম্রাজ্যও দান করতে হয় তবু তাতে ইতস্তত করবো না।"

ইবনে সাম্মাক বললেন, "যে সাম্রাজ্যের মূল্য এক গ্লাস পানির সমতুল্যও নয় সে সাম্রাজ্যের লালসায় ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি মানুষের জন্য কি শোভা পায় ?"

একথা শুনে হারুন কাঁদতে লাগলেন।

ইমাম লাইস ইবনে সা'দ ও হারুনুর রশীদ

মিশরের একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইমাম লাইস ইবনে সা'দ একবার খলীফা হারুনুর রশীদের সাথে দেখা করতে যান। হারুনুর রশীদ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, মিশরের সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি কিভাবে আসতে পারে ?

জবাবে লাইস ইবনে সা'দ বললেন, নীল নদের প্রবাহিত থাকা, মিশরের শাসনকর্তার সততা ও আল্লাহভীতির সাহায্যে।

লাইস ইবনে সা'দ ও কবি আম্মার ইবনে মনসুর

ইমাম লাইস শাসনকর্তাদের তোষামোদ করা কখনোই পছন্দ করতেন না। সবসময়ে তিনি স্পষ্ট ও সত্য কথা দৃঢ়তার সাথে বলতেন। সমসাময়িককালের বিখ্যাত কবি আম্মার ইবনে মনসুর মিশরে এলে

www.bjilibrary.com

চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। সারা শহরে ঘোষণা করা হয় যে, কবি জামে মসজিদে তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন।

দলে দলে সেখানে লোক সমবেত হতে থাকে। কবি জামে মসজিদে সমকালিন খলীফার প্রশংসায় এক দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করেন। এতে শ্রোতারা তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। কাব্য রসিকরা তাঁকে মৌমাছির মত ঘিরে রেখেছে, এমন সময় দু'জন লোক এসে বললো, লাইস ইবনে সা'দ আপনাকে স্মরণ করেছেন। আম্মার তাঁর সমীপে উপস্থিত হলে লাইস বললেন, "আম্মার তুমি মসজিদে কি পাঠ করছিলে ?"

আম্মার খুব খুশী হলেন এবং লাইসকে তাঁর আবৃত্তি করা কবিতা শোনাতে লাগলেন। তিনি নীরবে শুনতে থাকলেন।

ধীরে ধীরে তার চেহারার রং পরিবর্তিত হতে লাগলো। কবিতা শেষ হলে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। আম্মার অবাক হয়ে গেলেন। ভাবলেন, কি ব্যাপার ? সবাই আনন্দে উৎফুল্ল হলো আর তিনি কাঁদছেন কেন ? কিছুক্ষণ পর আত্মসম্বরণ করে লাইস বললেন, "আম্মার বাদশাহদের দরবার থেকে নিজের বাণীকে রক্ষা করো, কোনো মানুষের প্রশংসায় কবিতা লিখো না, সকল প্রশংসা ও গুণগান শুধু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রাপ্য। তার গুণগান ও প্রশংসাই তোমার জন্য যথেষ্ট। যদি তুমি অর্থের জন্যই লিখে থাকো তাঁর জন্য প্রতিবারে ইনশাআল্লাহ এ পরিমাণ অর্থ আমি তোমাকে প্রেরণ করবো।"

এ শুনে আম্মার খুবই প্রভাবিত হলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, ভবিষ্যতে অন্য কারো প্রশংসায় নিজের জিহ্বাকে কলুষিত করবেন না। ইমাম লাইস যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন এবং কবিকে দিনারের থলে প্রেরণ করেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও মামুনুর রশীদ

২১৮ হিজরীতে খলীফা মামুনুর রশীদ মুতাজিলা সম্প্রদায়ের খাল্‌কে কুরআনের আকীদার প্রতি জোরপূর্বক জনগণের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। খলীফা বাগদাদের গভর্নরকে এক আদেশ পাঠিয়ে বলেন, "শহরের প্রত্যেক আলেম ও ফতোয়াদাতাদের খাল্‌কে কুরআন সম্পর্কে প্রশ্ন করবে এবং যারা এ আকীদায় বিশ্বাস স্থাপনে অস্বীকৃতি জানাবে তাদেরকে শাস্তি ভোগ করার জন্য খলীফার কাছে প্রেরণ কর।"

www.bjilibrary.com

বাগদাদের গভর্নর ইসহাক ইবনে ইবরাহীম সকল ওলামাকে একত্রিত করেন এবং শাস্তির হুমকি প্রদান করে খলীফার নির্দেশ মানার অনুরোধ জানান। মাত্র চারজন আলেম ছাড়া সবাই শাস্তির ভয়ে গভর্নরের অনুরোধ রক্ষা করেন। এ চারজনের মধ্যে আহমদ ইবনে হাম্বল ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। গভর্নর এদের কঠিন শাস্তি প্রদান করেন। ফলে চারজনের মধ্যে দু'জন মুতাজিলা আকীদায় বিশ্বাস স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন। একজন মৃত্যু বরণ করেন। বাকী থেকে যান শুধু আহমদ ইবনে হাম্বল। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের হাতে হাতকড়া ও পায়ে বেড়ী দিয়ে খলীফার দরবারে নিয়ে যাবার সময়ে পথে তার মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু মামুনের মৃত্যুতে ইমাম আহমদের শাস্তি কমে যায়নি। বরং খলীফা মুতাসিম বিল্লাহর সময়ে তা আরো বেড়ে যায়। মুতাসিম ইবনে আহমদকে দরবারে ডেকে এনে নানা প্রকার হুমকি দিয়ে রাজী করাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ইমাম আহমদ জবাব দেন, "আল্লাহর বাণীর মধ্যে থেকে কোনো প্রমাণ দেখিয়ে দাও বা তার রসূলের বাণীর কোনো প্রমাণ দাও, তাহলে আমি স্বীকার করবো। এছাড়া আমি আর কিছু জানি না। তোমাদের বক্তব্য যে কোন্ আযাব—এ আমি জানি না।"

দরবারের একজন চাটুকার বললো, "তলোয়ারের নিচে দাঁড়াতে হলে ঠিকই জানবে।" ইমাম আহমদ বললেন, "কিছুতেই না।" অনেক চেষ্টা-সাধনার পরও যখন স্বীকৃতি আদায় সম্ভব হলো না তখন ইমাম সাহেবকে চারটি ভারি বেড়ী পরিয়ে রমযানের মধ্যাহ্ন রোদে বসিয়ে চাবুকাঘাত করা হতে থাকে। ক্রমাগত চাবুকাঘাতে অসহ্য হয়ে ইমাম সাহেব সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে তলোয়ারের তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে খুচিয়ে তাঁর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হতো। কিন্তু ইমাম সাহেব অসহ্য যন্ত্রণায় অসাড় হয়ে পড়ে থাকতেন। অবশেষে তিনি ইমাম আহমদকে তার অনমনীয় দৃঢ়তায় মুক্তি দিতে বাধ্য হন। ইমাম আহমদের দৃঢ়তায় বিস্মিত হয়ে শাহী কোতোয়াল মন্তব্য করেন ঃ আমি কোনো মানুষকে বাদশাহর সামনে এমন বেপরোয়া হতে দেখিনি। আমরা যারা সরকারী কর্মচারী ছিলাম তার দৃষ্টিতে আমাদের মর্যাদা মাছির চেয়ে বেশী ছিল না। মুতাসিম বিল্লাহর মৃত্যুর পর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে নজরবন্দী ও জবান বন্দী করে দেয়া হয়।

যে শহরে খলীফা ওয়াসেক বাস করতেন সে শহরে ইমাম আহমদের অবস্থান নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। এভাবে ইমাম আহমদ গৃহবন্দী হয়ে পড়েন তাঁকে নামাযের জন্যও বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হতো না।

ওয়াসেকের মৃত্যুর পর ইমাম আহমদের পাঁচ বছরের মেয়াদী কষ্টকর পরীক্ষার অবসান ঘটে এবং তিনি পুনরায় দরসে কুরআন ও দরসে হাদীস দিতে শুরু করেন।

www.bjilibrary.com

ইমাম গাজালী ও বাগদাদের শাসনকর্তা

বাগদাদের অত্যাচারী শাসনকর্তার সমালোচনা করে একবার ইমাম গাজালী বলেন, "আমাদের সময়কার সুলতানদের ধন-সম্পদ বা অধিকাংশ ধন-সম্পদ হারাম। এ সকল সুলতানের কারো সাথে দেখা করা উচিত নয়। তাদের প্রতি শত্রুতার মনোভাব পোষণ করা এবং তাদের প্রশংসা না করা জনগণের কর্তব্য। তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখা উচিত নয় এবং যারা সম্পর্ক রাখে তাদের স্পর্শ থেকেও দূরে থাকা উচিত।"

এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বাগদাদের শাসনকর্তা ইমাম গাজালীকে দরবারে ডেকে কৈফিয়ত তলব করলে ইমাম সাহেব দৃঢ়তার সাথে বলেন, "তোমার ঘোড়ার ঘাড় অলংকার ভারে না ভাঙ্গলে কি হয়েছে ? মুসলমানদের ঘাড়তো দুর্বহ ক্ষুৎ-পিপাসায় মচকে গেছে।"

ইমাম গাজালী ও তুসের শাসনকর্তা

ইমাম গাজালী তুস শহর ছেড়ে অন্য শহরে চলে যান এবং সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। সেখানকার শাসনকর্তা তাঁকে তুস শহর ছেড়ে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে ইমাম সাহেব জবাবে জানান, "যুলুম-অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। যেহেতু এসব দৃশ্য আমাকে দেখতে হয় এজন্য এক বছর হলো আমি তুস শহর ছেড়ে এসেছি, যেন নির্দয় ও নির্লজ্জ অত্যাচারীদের তৎপরতা না দেখে থাকতে পারি।

শেখ আবদুল কাদের জিলানী ও খলীফা মোকতাজি লে আমিরুল্লাহ

খলীফা মুকতাজি লে আমিরুল্লাহ ইয়াহিয়া ইবনে সাদ' নামক এক অত্যাচারী ব্যক্তিকে বাগদাদের কাজীর পদে অধিষ্ঠিত করেন। জনগণ এ কাজীকে ইবনুল মালাজেম নামে স্মরণ করতো।

একদিন এক মসজিদে শেখ আবদুল কাদের জিলানী র. ওয়াজ করছিলেন। সেখানে খলীফা মোকতাজিও উপস্থিত ছিলেন। সুযোগ বুঝে বড় পীর সাহেব খলীফার সমালোচনা করেন এবং ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদকে

www.bjilibrary.com

বাগদাদের কাজী পদে অধিষ্ঠিত করায় খলীফাকে উদ্দেশ করে সরাসরি বলেন, "হে মোকতাজি, তুমি মুসলমানদের ওপর এমন ব্যক্তিকে সমাসীন করেছো, যে আজলাদুয যালেমীন, অর্থাৎ অত্যাচারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কাল কেয়ামতে আরহামুর রাহেমীন অর্থাৎ দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তুমি কি জবাব দেবে ?"

মোকতাজি একথা শুনে থর থর করে কেঁপে উঠলেন এবং তখনই ইয়াহিয়াকে বরখাস্তের আদেশ জারি করলেন।

শেখ জামাল উদ্দিন ও তোগলক তৈমুর

বোখারার একজন আলেম শেখ জামাল উদ্দিন একবার কাশগড়ের এক অরণ্য পথ অতিক্রম করেন। এ অরণ্য ছিল তাতারীদের নির্ধারিত শিকার স্থান। সেখানে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। তাতারীরা শেখ সাহেবকে সে অরণ্যে দেখতে পেয়ে গ্রেফতার করে তাদের সর্দারের কাছে নিয়ে আসে। তাতারী সর্দার সে সময় তার শিকারী কুকুরকে গোশত খাওয়াচ্ছিলেন। শেখ সাহেবকে দেখে তিনি কুকুরের প্রতি ইশারা করে বললেন, হে শেখ! তুমি ভাল, নাকি এ কুকুর ভাল ?

"শেখ সাহেব জবাবে বললেনঃ যদি আমি ঈমানের সাথে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারি তবে আমি ভালো, আর যদি আমার অন্তর ঈমান শূন্য থাকে এবং এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করি তাহলে এ কুকুর আমার চেয়ে ভালো।" এ জবাব শুনে তাতারী সর্দার খুবই প্রভাবিত হলেন। তিনি শেখকে বললেন, "বর্তমানে আমি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত হয়েছি, শাসনভার পেলে আপনি আসবেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করবো।" তাতারী সর্দারের মন ইসলামের বিজয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। শেখ জামাল উদ্দিন কয়েক বছর প্রতীক্ষা করার পর মৃত্যু আসন্ন হয়ে এলো। তিনি ইন্তেকালের সময় পুত্রকে অসিয়ত করে গেলেন যে, "আমীর তোগলক তৈমুর বাদশাহ হলে তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে তাঁর অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিও।"

আমীর তোগলক তৈমুর বাদশাহ হওয়ার পর মরহুম শেখের পুত্র তাতারী বাদশাহর সাথে সাক্ষাত করতে যেয়েও ব্যর্থ হন। অবশেষে তাঁর মতো তিনি মর্দে মুমিনের কর্মধারা অনুসরণ করেন। একদিন শেষ রাতে শাহী মহলের পাশে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ফজরের আযান দেন। আজানের শব্দে বাদশাহর ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং মুয়াজ্জিনকে তিনি তক্ষুণি সামনে হাজির করার আদেশ দেন।

www.bjilibrary.com

তিনি খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। শেখের পুত্রকে তিনি অসময়ে তাঁর ঘুম ভাঙ্গানোর কারণ জিজ্ঞেস করলে মুয়াজ্জিন বাদশাহকে তার পিতার সাথে কৃত অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। আমীর তোগলক তৈমুরের সব কথা মনে পড়ে এবং তিনি সাথে সাথে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যান। তার সাথে সকল সেনাপতিও ইসলাম গ্রহণ করেন। এমনিভাবে তাতারীদের জন্য ইসলামের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। একজন মর্দে মুমিনের বেপরোয়া স্পষ্ট ভাষণ এতো বিরাট সাফল্যের সূচনা করে যা দীর্ঘকালের দার্শনিক গবেষণার দ্বারাও পূর্ণ হতে পারে না।

ইজ্জ ইবনে আবদুস সালাম ও মালিক ইসমাঈল

হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে মালিক ইসমাঈল মিশরের শাসনকর্তা নাজমুদ্দিন আইয়ুবের ভয়ে আফরঙ্গিদের সাথে এক চুক্তি সম্পাদন করেন। সে চুক্তিতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহ তাদেরকে দিয়ে দেয়া হয় এবং তাদেরকে নিজস্ব এলাকা থেকে সমরাস্ত্র ক্রয়েরও অনুমতি দেয়া হয়। এটা ছিল একটা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা।

সমকালীন সুলতানুল ওলামা বলে খ্যাত ইজ্জ ইবনে আবদুস সালাম ৬৩ হিজরীতে জামে মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হন। তিনি মালিক আস্‌সালেহ ইসমাঈলের এ বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে ফতোয়া দেন। শুধু ফতোয়া দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং শুক্রবার জুমার নামাযের খোত্‌বার সময়ে মালিক ইসমাঈলের তীব্র সমালোচনা করেন। তার এ নীতিকে মুসলিম জাহানের অধিকার নস্যাৎ করার সুস্পষ্ট প্রমাণ বলে উল্লেখ করে এর ক্ষতিসমূহ ব্যাখ্যা করেন। খোতবার মধ্যে সুলতানের জন্য দোয়া করার পরিবর্তে এ দোয়া করেন, হে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন! এ জাতিকে সৎ পথে পরিচালিত করো, এ রকম সৎ পথে পরিচালিত করো যাতে তোমার যারা অনুগত তারা সম্মান লাভ করে এবং তোমার শত্রুরা অপমানিত হয়, তোমার আদেশ পালন করা সম্ভব হয় এবং তোমার নিষেধ থেকে দূরে থাকা সম্ভব হয়। ইজ্জ ইবনে আবদুস সালাম দোয়া করছিলেন আর উপস্থিত সবাই আমিন! আমিন!! বলেছিলেন।

মালিক ইসমাঈল এ সংবাদ পাওয়ার পরপরই ইমাম সাহেবকে পদচ্যুতি ও গ্রেফতারীর আদেশ দেন। কিছুকাল তিনি কারাগারে অবস্থান করেন। মালিক ইসমাঈল দামেশকে ফিরে এলে ইজ্জ ইবনে আবদুস সালামকে জেল থেকে

www.bjilibrary.com

মুক্তি দিয়ে গৃহবন্দী করে দেন এবং আদেশ দেন যে, ভবিষ্যতে তিনি কোথাও যেতে পারবেন না এবং কোনো ফতোয়াও দিতে পারবেন না।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও তাতারী শাসনকর্তা কাজান

৬৯৯ হিজরীতে তাতারী শাসনকর্তা কাজান ইরানের দিক থেকে দেশ জয় করে দামেশকের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। দামেশকের শাসনকর্তা পরাজিত হয়ে মিশরে পলায়ন করেছিলেন। দামেশক শহরের লোকজন ইমাম ইবনে তাইমিয়ার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল গঠন করে তাতারী শাসনকর্তার সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রেরণ করেন যেন তাতারী সৈন্যরা দামেশকে প্রবেশ না করে এবং জনগণের রক্তপাত না করা হয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া দোভাষীর সাহায্যে তাতার সুলতানকে বলেন, "হে কাজান! আপনি মুসলমান বলে দাবী করেন। আমরা শুনেছি আপনার সাথে কাজী, শেখ ইমাম এবং মুয়াজ্জিনও রয়েছে। আপনি কোন্ দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে আমাদের ওপর সৈন্য সমাবেশ করেছেন এবং আমাদের শহরসমূহ অবরোধ করেছেন? আপনার বাপ-দাদা কাফের ছিলেন। কিন্তু তারা চুক্তি করার পর কখনো আমাদের শহরের দিকে অগ্রসর হননি। অথচ আপনি আনুগত্য পরায়ণতার অঙ্গীকার করে একজন মুসলমান হয়েও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিলেন। আপনি নিজের মুখে যা বলেছেন তার ওপর আমল করেননি।"

মোটকথা ইবনে তাইমিয়া ন্যায় ও সত্যের দাবী অনুযায়ী যা ভাল তা করেছেন, কিছুই বাদ রাখেননি। কাজানের সাথে তার তুমুল তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা শেষে প্রতিনিধি দলকে সুলতান খাদ্য গ্রহণের আহ্বান জানান। সে অনুযায়ী প্রতিনিধি দলের সদস্যবর্গ অন্যান্য সবাই খেতে শুরু করলেন। কিন্তু ইমাম ইবনে তাইমিয়া চুপচাপ বসে রইলেন। কাজান জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি খাবার গ্রহণ করছেন না যে?"

ইবনে তাইমিয়া জবাব দিলেন, "হে সুলতান, আপনার খাবার আমি কিভাবে গ্রহণ করতে পারি? এ খাবার তো জনগণের ভেড়া-বকরী লুটপাট করে এবং অন্যায়ভাবে তাদের গাছ কেটে তৈরী করা হয়েছে।"

মাথা নিচু করে কাজান ইমাম সাহেবের কথা গভীর মনোযোগ সহকারে শুনছিলেন। তারপর মন্তব্য করলেন, "কারো কথা আমার মনে এতো

www.bjilibrary.com

প্রভাব বিস্তার করেনি এবং কারো সামনে আমার নিজেকে এতোটা অসহায় মনে হয়নি। কে এ মহামানব ?"

সুলতানের কাছে ইবনে তাইমিয়ার এলেম ও আমলের প্রচার-প্রকাশ হওয়ার পর তিনি তাঁকে দোয়ার আবেদন জানান। ইবনে তাইমিয়া দোয়ার জন্য হাত উঠিয়ে বলেন, "হে আল্লাহ! আপনার এটি জানা থাকে যে, কাজান আপনার দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আপনার কালেমা বুলন্দ করার জন্য তলোয়ার খাপমুক্ত করেছে তাহলে তাকে সাহায্য সহানুভূতি দান করুন এবং তাকে দেশ জয়ের শক্তি দিন, জনগণের শাসনকর্তা বানিয়ে দিন। আর যদি তার যুদ্ধের উদ্দেশ্য শুধু অহংকার, প্রতিপত্তি, দুনিয়াপূজা, দাপট-শক্তির প্রতিষ্ঠা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সর্বনাশ সাধন হয়ে থাকে তাহলে তাকে পরাজিত করুন, তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিন, তাকে ধ্বংস করে দিন।"

ইমাম ইবনে তাইমিয়া দোয়া করছিলেন আর কাজান হাত তুলে আমিন ! আমিন !! বলছিলেন।

তাবারী ও বাগদাদের শাসনকর্তা

আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারির তাবারীর সমগ্র জীবন বাগদাদে অতিবাহিত হয়। তিনি এলমে দ্বীনের খেদমত ও সত্যের কালেমা বুলন্দ করার কাজে প্রভূত পরিশ্রম করেন।

বাগদাদের শাসনকর্তা একাধিকবার ইমাম তাবারীর কিছু খেদমত করতে চেয়ে ব্যর্থ হন। উজিরে আজম যাকানী একবার মোটা অংকের উপঢৌকন প্রেরণ করেন কিন্তু ইমাম তাবারী তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তাকে কাজীর পদ গ্রহণের অনুরোধ করা হয় কিন্তু তিনি সে পদ গ্রহণেও অস্বীকৃতি জানান। হিতাকাঙ্ক্ষীরা তাকে বলেন যে, এটিতো পুণ্যের কাজ, আপনি গ্রহণ করছেন না কেন ?

ইবনে জারির তাবারী বলেন, "আমি তো আশা করছিলাম যে, যদি আমি এ পদ গ্রহণে উদ্যোগী হই তা হলে আপনারা আমাকে বিরত রাখার চেষ্টা করবেন, কিন্তু এখন আপনারাই আমাকে উল্টো তাকিদ দিচ্ছেন ?"

www.bjilibrary.com

ইবনে তাইমিয়া ও মিশরের উজিরে আযম

ইবনে তাইমিয়ার মতাদর্শের সাথে মতবিরোধের কারণে ক্ষমতাসীন চক্র তাঁকে কারারুদ্ধ করে দেয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি তার ভূমিকায় অটল থাকেন।

একদিন তার কাছে জেল দারোগা এসে বলেন, উজিরে আযম সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, এভাবে কতোদিন জেলে থাকবেন, মুক্তি পাওয়ার কি ইচ্ছা হয় না? আপনি কি নিজের মতামতের ওপর অটল থাকবেন?

ইবনে তাইমিয়া জবাবে বলেন, "উজিরে আজমকে গিয়ে জানিয়ে দেবে যে, আমি কি অপরাধে কারারুদ্ধ হয়েছি, এটা আমার জানা নেই।"

পরদিন জেল দারোগা কয়েকজন সরকারী কর্মচারী নিয়ে আসেন। তারা কিছু মনগড়া কথা লিখে এনে ইবনে তাইমিয়াকে পড়ে শোনান এবং সেগুলো মেনে নেয়ার জন্য তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করেন।

ইমাম বলেন, "এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার আমার নেই। এটা আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং সমগ্র বিশ্ব-মুসলমানদের ব্যাপার। আল্লাহর আইনে রদবদল করার কোনো অধিকার আমাকে দেয়া হয়নি। তোমাদের বা অন্য কারো কারণে আমি ইসলাম থেকে দূরে সরে যেতে পারি না এবং মিথ্যা ও বানোয়াট কিছুকে সত্য বলে মেনে নিতে পারি না।"

তবুও তারা তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। অবশেষে ইমাম সাহেব তাদের হুমকী দিয়ে বলেন, "বাজে কথা ছেড়ে দাও, চলে যাও এখান থেকে, গিয়ে নিজের কাজ করো। আমি তোমাদের কাছে তো দরখাস্ত করিনি যে, আমাকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হোক।"

কথাবার্তা শেষ হলে রাজ-কর্মচারীরা ফিরে যেতে উদ্যত হলে ইবনে তাইমিয়া তাদের বলেন, "এ ব্যাপারে তোমরা যা কিছু করো আমার কোনো ক্ষতি নেই। যদি আমাকে তোমরা হত্যা করো তবে আমি উঁচু দরজায় শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জন করবো। কেয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে সন্তুষ্ট করবেন। পক্ষান্তরে যারা এ জন্য দায়ী হবে তারা কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে অভিশপ্ত। কারণ সব মুসলমানই জানতে পারবে যে, আমি আল্লাহর রসূলের আনিত ও প্রচারিত জীবনব্যবস্থার অনুসরণের অভিযোগেই মৃত্যুবরণ করেছি। যদি আমাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত

www.bjilibrary.com

করা হয় তবে সে শাস্তিও আমার জন্য আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত বলে আমি মনে করবো। আর আমি এমন কিছুর জন্য ভয় করি না যা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে।"

মানজার ইবনে সাঈদ ও আবদুর রহমান নাসের

আন্দালুসের আমীর আবদুর রহমান নাসের হিস্পানিয়ায় একটি সুন্দর সুদৃশ্য শহর নির্মাণ করেন। শহরটির নাম রাখা হয় মদীনাতুজ-জোহরা। বার্ষিক তিন লাখ দীনার ব্যয়ে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরে এ শহরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়।

সমকালীন কাজী ও খতিব মানজার ইবনে সাঈদ সুলতানকে শোনানোর উদ্দেশ্যে একবার ওয়াজ করেন। সে ওয়াজে নশ্বর এ পৃথিবীর শান শওকতের জন্য বে-হিসাব অর্থ ব্যয়ের সমালোচনা করা হয়। বাদশাহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মানজারের বক্তৃতা তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। কিন্তু সমালোচনাকে তিনি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি কসম খেয়ে বলেন যে, কাজী মানজারের পিছনে কখনো জুমার নামায আদায় করবেন না। এ প্রতিজ্ঞার পর তিনি কি করবেন ভেবে পেলেন না। মানজারের বক্তৃতা তাঁর খুবই ভাল লেগেছিল। কিন্তু তাঁর মন তাঁকে মানজারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছিল। তিনি একটা বিরাট শহরের স্বপ্নও দেখেছিলেন।

পরদিন আবদুর রহমান এক সভা আহ্বান করে জানিয়ে দেন যে, আজ মদীনাতুজ-জোহরার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। মানজার ইবনে সাঈদকেও ডেকে পাঠানো হয়।

কাজী মানজার সাধারণ পোশাক পরিধান করে দরবারে গমন করেন এবং এক কোণে নীরবে বসে পড়েন। বাদশাহ তাকে তাঁর কাছে আসার ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু এ আহ্বান তিনি এ বলে রদ করে দিলেন যে, এভাবে সামনে যাওয়া মজলিসের আদবের পরিপন্থী। একথা বলে তিনি মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইলেন।

আবদুর রহমান বক্তৃতার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আন্দালুসের জনগণ! তোমরা বলো, আমার পূর্বে কেউ মদীনাতুজ-জোহরার মতো শহর নির্মাণ করেছে কিনা।" সবাই সমস্বরে জবাব দিলো, আমীরুল মুমিনীন!

www.bjilibrary.com

কেউ করেনি। আপনার এ কাজ তুলনাহীন। একথা শুনে আবদুর রহমান নাসের আনন্দে-গর্বে বাগবাগ। হঠাৎ মানজার ইবনে সাঈদকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, "বলুন দেখি, আপনি এ ধরনের শহর, মহল, দরবারের শান-শওকত কি কোথাও দেখেছেন ?

মানজার চোখ তুলে চারদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখলেন। তারপর আকস্মিকভাবে কাঁদতে লাগলেন। দরবিগলিত অশ্রুধারা বর্ষণ দেখে পুরো মজলিস স্তব্ধ হয়ে গেল।

মানজার বলেন, "আমীরুল মু'মিনীন! সবসময়ে আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। আমি এটি ধারণাই করতে পারিনি যে, আপনি এতো তাড়াতাড়ি শয়তানের পাল্লায় পড়ে যাবেন। আপনার অনেক গুণাবলী রয়েছে, এ সত্ত্বেও বর্তমানে আপনি কুফুরীর কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন।

যদি এ ধারণা না হতো যে, সবাই একদলভুক্ত হয়ে যাবে তা হলে যারা কুফুরী করে আল্লাহর সাথে, তাদের ঘরসমূহের ছাদকে আমি সোনা-চান্দি দিয়ে তৈরী করে দিতাম। এছাড়া তারা যে সিঁড়িতে আরোহণ করে, সে সিঁড়ি তাদের ঘরের দরজা এবং তাদের হেলান দেয়ার তাকিয়া সবই সুসজ্জিত করে দিতাম। এসব কিছু পৃথিবীর জীবনের সামান্য সামগ্রী, আর পরকাল রয়েছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের নিকট পরহেজগারদের জন্য।

হে আমীরুল মু'মিনীন! এ পৃথিবী খুবই প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক। কাজেই আপনি এ জীবন দ্বারা প্রতারিত হবেন না। আপনার অতীত ইতিহাস অনন্য কর্মধারায় উজ্জ্বল, আপনি সে ইতিহাসকে মূল্যহীন ও ম্লান করবেন না, নিজের প্রভুকে অসন্তুষ্ট করবেন না। আবদুর রহমান নাসের মানজারের এসব কথায় খুবই প্রভাবিত হলেন এবং তার দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। ইমাম মানজার বাড়ীতে ফিরে এলেন। সবাই অবাক হলো যে, ইনি সুস্থ ও অক্ষত অবস্থায় ফিরে এলেন কি করে ?

কিছুক্ষণ পর একজন সৈনিক দ্রুত মানজারের বাসগৃহে ছুটে এলো। তাকে দেখে তিনি বললেন, মনে হয় আবদুর রহমানের ওপর আবার শয়তানের যাদু কার্যকরী হয়েছে।

সম্ভবতঃ তুমি আমার গ্রেফতারী পরোয়ানা নিয়ে এসেছো। আমি তো কবে থেকেই আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছি। চলো, চলো, তাড়াতাড়ি করো।

সৈনিক বললো, আপনি ভুল বুঝছেন, আমি আপনাকে সুসংবাদ দিতে এসেছি যে, নাসের রাজ-মহলের ছাদের গম্বুজ ভেঙ্গে ফেলে সোনা-চাঁদির

www.bjilibrary.com

বদলে সাধারণ দ্রব্যাদি ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। এও নির্দেশ দিয়েছেন যে, রাজ-দরবারের সব মূর্তি ভেংগে দাও।

বুদ্ধিমান কাজী ও হাকাম ইবনে হিশাম

হিস্পানিয়ার সুলতান হাকাম ইবনে হিশাম সাতাশ বছর রাজত্ব করেন। একবার তিনি একটি আলীশান মহল তৈরীর পরিকল্পনা নেন। সে অনুযায়ী স্থান নির্ধারণ করা হয়। সে স্থানে এক বৃদ্ধার কিছু পরিমাণ জমি ছিল। সে জমি সুলতান যেকোনো মূল্যে ক্রয় করতে চাইলেন কিন্তু বৃদ্ধা পূর্ব-পুরুষদের সে নিদর্শন হাতছাড়া করতে কিছুতেই রাজি হলো না। অবশেষে সুলতান জোরপূর্বক বৃদ্ধার জমি দখল করেন এবং মহল ও বাগান নির্মাণের আদেশ দেন। কিছুকালের মধ্যে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়।

বৃদ্ধা কাজীর আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করে বলেন, আমি এক দরিদ্র মহিলা। আমার কেউ নেই, অথচ সুলতানের সাথে আমার মুকাবিলা। এটা একটা তৃণের পাহাড়ের সাথে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়ার মতো ব্যাপার। সুবিচার আশা করা তো বাতুলতা। তবু আপনাকে সুবিচার করতে হবে। আপনি যদি সুবিচার করেন তাহলে আমি আমার অধিকার ফিরে পেতে পারি।

একথা শুনে কাজী ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। এ বদরাগী বাদশাহকে কি করে বুঝাবেন ? অনেক ভেবেচিন্তে কাজী একটা বুদ্ধি বের করলেন। একদিন বাদশাহ হাকাম নতুন মহল ও বাগান পরিদর্শনে গেলে কাজীও এক গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে সেখানে উপস্থিত হন এবং বাদশাহকে সালাম জানিয়ে বলেন, আপনি অনুমতি দিলে এ বাগানের এক বস্তা মাটি নিয়ে যেতাম।

বাদশাহ অনুমতি দিলেন। কাজী খুব করে মাটি ভরে নিজে গাধার পিঠে উঠাতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না। তখন তিনি বাদশাহকে আরজ করলেন, গোস্তাখী মাফ করবেন জাঁহাপনা, এ বস্তাটি গাধার পিঠে তুলতে আমাকে একটু সাহায্য করুন।

কাজীর রসিকতায় বাদশাহ হাসলেন এবং সাগ্রহে মাটির বস্তা গাধার পিঠে ওঠাতে গেলেন, কিন্তু বস্তাটি এতো ভারী ছিল যে, উভয়ে মিলেও ওঠাতে পারলেন না।

www.bjilibrary.com

তখন কাজী বললেন, "আমীরুল মু'মিনীন! একটা মাটির বোঝা আপনি অন্যের সহায়তায়ও ওঠাতে পারলেন না। কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে যখন জাররা জাররা হিসাব হবে তখন ঐ গরীব বৃদ্ধার জমির বোঝা আপনি কি করে ওঠাবেন, যে জমি আপনি জবরদস্তি ছিনিয়ে নিয়েছেন?"

একথা শুনে বাদশাহ কেঁপে উঠলেন। সাথে সাথে রাজমহল ও সংশ্লিষ্ট সকল বাগ-বাগিচা—যেগুলো নির্মাণে লাখ লাখ টাকা খরচ হয়েছিল—সব বৃদ্ধাকে দিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর দরবারে বিরাট দায়িত্বের বোঝা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য কাজীর প্রশংসা করলেন।

শেখ আবুল হাসান ও মাহমুদ গজনবী

সুলতান মাহমুদ গজনবী খারকানে এক আল্লাহপ্রেমিক দরবেশের কথা শুনতে পান। দরবেশের নাম ছিল শেখ আবুল হাসান। সুলতান তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আগ্রহী হয়ে তাঁকে দরবারে ডেকে পাঠান। কিন্তু শেখ আবুল হাসান রাজ-দরবারে আসতে অস্বীকার করেন। সুলতান দরবেশের অসাধারণত্ব আঁচ করে বিদ্রোহীকে শাস্তি দেয়ার বাহানায় এক বিরাট বাহিনী নিয়ে খারকানে উপস্থিত হন।

খারকানে যাওয়ার পর সুলতান নগরের বাইরে অবস্থান করেন এবং শেখকে ডেকে আনার জন্য দূত প্রেরণ করেন এবং দূতকে বলে দেন যে, যদি শেখ আসতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন তাহলে তাকে কুরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করে শোনাবে, যাতে বলা হয়েছে "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, তাঁর রসূল ও তোমাদের মধ্য থেকে যারা আদেশদাতা (অর্থাৎ শাসনকর্তা) তাদের আনুগত্য করো।"

দূত সুলতান মাহমুদের পয়গাম নিয়ে শেখের খানকায় হাজির হলে শেখ নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেন। তখন দূত কুরআনের উল্লেখিত আয়াত তেলাওয়াত করে শোনালে শেখ আবুল হাসান বলেন, "যাও মাহমুদকে গিয়ে বলবে যে, নিসন্দেহে কুরআনের কথা সত্য, কিন্তু আমি এখনো আল্লাহর আনুগত্যে এতোটা জড়িয়ে রয়েছি যে, রসূলের আনুগত্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারিনি, এজন্য আমি খুবই লজ্জিত। তারপর আদেশদাতা বা শাসনকর্তার আনুগত্য সে তো রসূলের আনুগত্যের পরে, কাজেই সেটার কোনো প্রশ্নই উঠে না।"

সুলতান মাহমুদ এ জবাব শুনে অশ্রু ছলছল চোখে নিজেই শেখের দরবারে হাজির হলেন এবং সালাম জানালেন। শেখ বসে বসেই সালামের

www.bjilibrary.com

জবাব দিলেন। শেখের সাথে কিছুক্ষণ আলোচনার পর সুলতান বললেন, "মহাত্মন, আমাকে কিছু উপদেশ দিন।"

শেখ আবুল হাসান বললেন, "চারটা কথার প্রতি লক্ষ রাখবেন, আল্লাহ্ আপনাকে রহমত করবেন।

এক. শরীয়তের নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বিরত থাকবেন।

দুই. জামায়াতে নামায আদায় করাকে অভ্যাসে পরিণত করবেন।

তিন. মুক্ত হস্তে দান-খয়রাত করবেন।

চার. আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা ও করুণাপূর্ণ ব্যবহার করবেন।

মাহমুদ বললেন, "দোয়া করুন।"

শেখ বললেন, "আল্লাহুম্মাগফির লিলমু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাত। অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি ঈমানদার পুরুষ-মহিলাদের মার্জনা করো।"

মাহমুদ বললেন, "আমার জন্য কিছু দোয়া করুন।"

শেখ বললেন, "আল্লাহ্ আপনার পরিণামকে মাহমুদ করুন। (মাহমুদ অর্থ প্রশংসিত)"

মাহমুদ আশরাফীতে পূর্ণ একটা থলে শেখকে দিতে চাইলেন। প্রত্যুত্তরে এক টুকরো রুটি মাহমুদকে দিয়ে বললেন, "খেতে থাকুন।" মাহমুদ একটুখানি মুখে দিলেন কিন্তু গলধঃকরণ করতে পারলেন না।

শেখ বললেন, "সম্ভবত গলায় আটকাচ্ছে।" মাহমুদ বললেন, "জী হাঁ।"

শেখ বললেন, "আপনি কি চান যে, আমার কণ্ঠে আশরাফীর তোড়া আটকে যাক ? এগুলো নিয়ে যান, আমরা এসবের আসক্ত নই।"

মাহমুদ বললেন, "অল্প কিছু গ্রহণ করুন।"

শেখ বললেন, "বাড়াবাড়ি করবেন না, এগুলো আমার জন্য হারাম।"

মাহমুদ বললেন, "আমার নজরানা যদি গ্রহণ না করেন, তবে আমাকে কিছু তাবারুক দিন।"

শেখ মাহমুদকে নিজের একটা জামা দান করলেন। সুলতানের বিদায়ের প্রাক্কালে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক শেখ উঠে দাঁড়ালেন। সুলতান বললেন, "আমি যখন এসেছিলাম তখন একটুও ভ্রূক্ষেপ করলেন না। এখন এ সম্মান কেন ?"

জবাবে শেখ বললেন, "আপনি যখন এখানে এসেছিলেন তখন শাহী জৌলুস ও প্রভাবে আপনার মন আচ্ছন্ন ছিল। তাছাড়া আমাকে পরীক্ষা করাও ছিল আপনার উদ্দেশ্য, এজন্য আমি আপনাকে এতটুকু পাত্তা দেইনি। কিন্তু এখন বিদায়ের কালে আপনি বিনীত ও নম্রভাবে যাচ্ছেন, এজন্য আপনার

www.bjilibrary.com

বিনয় ও নম্রতাকে সম্মান প্রদর্শন করছি। রসূলে করীম সা. বিনয় ও নম্রতাকে পছন্দ করতেন এবং বড়াই-অহংকারকে ঘৃণা করতেন।”

একথা শুনে সুলতান অশ্রুসজল চোখে বিনয়পূর্বক বিদায় গ্রহণ করলেন।

শেখ নূর উদ্দিন ও সুলতান আলতামাস

সুলতান আলতামাসের দরবার বসেছে। আজ দরবারে শেখ নূর উদ্দিন মোবারকও উপস্থিত রয়েছেন।

সুলতান আলমাতাস বললেন, “শায়খুল ইসলাম, কিছু নসিহত করুন।”

শেখ নূর উদ্দিন বললেন, “হে দিল্লীর বাদশাহ! রাজকীয় সব ব্যাপার এবং শাহী আইন-কানুন সব তো সুন্নাত ও শরীয়ত বিরোধী দেখতে পাচ্ছি। বাদশাহর উচিত হক-এর প্রচার-প্রসারে এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা করা, শির্ক ও মূর্তিপূজা কোনো অবস্থায়ই সহ্য করা উচিত নয়। ফাসেক, ফাজের ও দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর আনীত জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মুত্তাকী ও আল্লাহ প্রেমিক লোকদের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে আসীন করে দিতে হবে। বেদ্বীন, ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থী এবং ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টিকারী লোকদের কোনো অবস্থায়ই উঁচু পদে সমাসীন করা যাবে না।”

সুলতান ওয়াজ শুনে বললেন, “মাননীয় শেখ, ইনশাআল্লাহ আমি আপনার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো।”

মুজাদ্দিদ আলফে সানি ও বাদশাহ আকবর

বাদশাহ আকবর দ্বীনে ইলাহী প্রচার করতে শুরু করলে মুজাদ্দিদে আলফে সানি র. দিল্লী এসে উপস্থিত হন এবং বাদশাহর পাত্র-মিত্রদের ডেকে এনে বলেন, “বাদশাহ আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। আমার পক্ষ থেকে তাকে বলে দাও যে, তার রাজত্ব, তার শক্তি-প্রতাপ, তার সেনাবাহিনী সব কিছুই একদিন নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে। তাকে এও বলে দাও, যেন তাওবা করে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত হয়ে যায়। অন্যথায় যেন আল্লাহর গজবের প্রতীক্ষায় থাকে।”

www.bjilibrary.com

এসব কথায় কোনো প্রভাব না হলেও অন্ততঃ এতটুকু হয়েছে যে, বাদশাহ্ আকবর এরপর থেকে দ্বীনে ইলাহী গ্রহণের জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ থেকে বিরত থাকেন। উক্ত তথাকথিত ধর্মমত গ্রহণের জন্য কাউকে আর বাধ্য করা হয়নি।

আলফে সানি ও জাহাঙ্গীর

বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের দরবারে সম্মানপূর্বক সিজদা দেয়ার নিয়ম প্রচলিত ছিল। আকবরের দ্বীনে ইলাহীর বিরুদ্ধে শেখ আহমদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানির অব্যাহত সংগ্রামের সাফল্যে একদল ঈর্ষাকাতর লোকের সৃষ্টি হয়। তারা মুজাদ্দিদের বিরুদ্ধে বাদশাহ্র কাছে নানা প্রকার কুৎসা রটনা করে। অবশেষে বাদশাহ্ তাঁকে দরবারে ডেকে পাঠান।

মুজাদ্দিদে আলফে সানি এমনভাবে রাজ-দরবারে প্রবেশ করলেন যে, সম্রাটকে তিনি সালামও দিলেন না, সম্মানপূর্বক সিজদাও দিলেন না। তাঁকে সিজদার কথা বললে তিনি বললেন, "আমি রাব্বুল আলামীন ব্যতিরেকে অন্য কাউকে সিজদা করি না।"

জাহাঙ্গীর অসন্তুষ্ট হয়ে মুজাদ্দিদকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করেন এবং তাঁর গৃহ লুণ্ঠন করা হয়। জেলে থাকাকালে কয়েকজন ওলামা ফেকাহ্র কিতাব প্রেরণ করেন এবং তাঁকে বুঝাতে থাকেন যে, জীবন রক্ষার জন্য সিজদা মেনে নেয়া জায়েয আছে।

তিনি জবাবে বললেন, "সেটা যার ওজর আছে তার জন্য, আমার কোনো ওজর নেই। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা না করাই বরং জায়েয। অর্থাৎ শরীয়তের বিধান।"

অবশেষে সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজের ভুলের জন্য লজ্জিত হয়ে মুজাদ্দিদকে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু মুজাদ্দিদে আলফে সানি কতিপয় শর্ত দিয়ে বলেন যে, এগুলো পূরণ না করা হলে আমি জেল থেকে বাইরে যেতে রাজী নই। শর্তগুলো হলো ঃ

এক. সম্মানপূর্বক সিজদা করানো বন্ধ করতে হবে।

দুই. ভারতে যত মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে সেসব মসজিদ পুনরায় নির্মাণ করে দিতে হবে।

তিন. বাদশাহকে স্বহস্তে গরু জবাই করতে হবে এবং গরু জবাইয়ের সাধারণ অনুমতি দিতে হবে।

www.bjilibrary.com

চার. মোকদ্দমা-মামলায় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে শরীয়তের আইন চালু করতে হবে এবং সর্বত্র শরীয়ত মোতাবেক কাজী নিযুক্ত করতে হবে।

পাঁচ. অমুসলিমদের নিকট থেকে জিজিয়া কর আদায় করতে হবে।

ছয়. ইসলাম বিরোধী রসম-রেওয়াজ সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে।

সাত. শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করার অভিযোগে যেসব মুসলমানকে বন্দী করা হয়েছে তাদের সবাইকে মুক্তি দিতে হবে।

জাহাঙ্গীর এসব শর্ত পূরণ করেন এবং হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানি জেল থেকে বেরিয়ে আসেন।

সাঈদ হালবি ও ইবরাহীম পাশা

দামেশকের একজন বিশিষ্ট বুজুর্গ শেখ সাঈদ হালবি মহল্লা-ময়দানের এক মসজিদে আল্লাহর ইবাদাত ও তাঁর দ্বীনের শিক্ষা প্রচার করতেন। ১৮৩১ সালের কোনো একদিনে সুলতান ইবরাহীম পাশা শেখের সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। শেখ আগে থেকেই বাদশাহর আগমন সম্পর্কে জানতেন, কিন্তু বাদশাহকে সম্বর্ধনা দেয়ার জন্য তিনি বাইরে আসেননি। বাদশাহ মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন, শেখ ছাত্রদের মধ্যখানে পা ছড়িয়ে বসে আছেন এবং তাদেরকে হাদীসের দরস দিচ্ছেন। কাছে এসে বাদশাহ দাঁড়িয়ে রইলেন, অথচ শেখ যথারীতি দরস দিতে লাগলেন। শুধুমাত্র একবার চোখ তুলে বাদশাহর দিকে তাকিয়ে ইশারায় তাঁকে বসতে বললেন, এবং আবার পা ছড়িয়ে একইভাবে দরস দিতে লাগলেন। দীর্ঘ সময় যাবত বাদশাহ তাঁর কথা শুনলেন। নসিহত শুনে তাঁর মন নরম হলো এবং তিনি পা গুটিয়ে সৌজন্যের সাথে বসলেন। কিছুক্ষণ বসে থেকে বাদশাহ সালাম জানিয়ে বিদায় নিলেন এবং দরবারে পৌঁছেই খাঁটি সোনার এক হাজার দীনারের এক তোড়া পাঠিয়ে দিলেন।

দূত এসে শেখকে বাদশাহর সালাম জানিয়ে স্বর্ণ মুদ্রা তাঁর সামনে রাখলো। শেখ মৃদু হেসে সে স্বর্ণ মুদ্রা ফেরত দিয়ে বললেন, "তোমার বাদশাহকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে, যিনি পা প্রসারিত করেন তিনি হাত প্রসারিত করেন না।"

www.bjilibrary.com

শাহ ওলিউল্লাহ ও দিল্লীর শাসনকর্তা

হযরত শাহ ওলিউল্লাহ দিল্লীর সমকালীন শাসনকর্তার যুলুম-অত্যাচার এবং ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ দেখে নির্ভীক কণ্ঠে তাদের সম্বোধন করে বললেন, "আমি শাসকদের বলছি, তোমরা আল্লাহকে ভয় করা ছেড়ে দিয়েছো, নিষ্ফল আনন্দের সন্ধানে ছুটে বেড়াচ্ছো এবং প্রজাদের পারস্পরিক কলহ-বিবাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছো। প্রকাশ্যে মদ্য পান করা হচ্ছে অথচ তোমরা বাধা দিচ্ছ না। ব্যভিচার, মদপান ইত্যাদি পাপাচার জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে অথচ তোমরা সেসব প্রতিরোধে এগিয়ে আসছো না। এ বিরাট দেশে দীর্ঘকাল থেকে শরীয়তের অনুমোদিত কোনো শাস্তি প্রদান করা হয়নি, তোমরা দুর্বলদের শাসন-ত্রাসন সবই করছো, অথচ শক্তিমানদের ছেড়ে দিচ্ছ। পানাহারের স্বাদ, নারীদের বেশভূষায় সজ্জিত করে আনন্দ করা নিয়েই তোমরা মেতে রয়েছো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয় কখনোই তোমাদের মনে জাগ্রত হয় না।"

বদিউজ্জামান ও সরদার মোস্তফা পাশা

তুরস্কের মর্দে মুমিন আলেমে জামান বদিউজ্জামান নূরসী (১২৯৩-১৩৭৯ হিজরী) একবার মিরা গোত্রের সরদার মোস্তফা পাশার কাছে গমন করেন। মোস্তফা পাশা ছিলেন খুবই অত্যাচারী এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধি-বিধানের কোনো পরওয়াই তাঁর ছিল না। পাশা নূরসীকে জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে কেন এসেছো ?"

বদিউজ্জামান নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলেন, "এসেছি তোমাকে হেদায়াত করার জন্য। তুমি সত্যের আনুগত্য করো এবং সৎ পথে চলো, না হলে তোমার দফা-রফা করে দেব।"

রাগে পাশা গরগর করতে লাগলেন। নূরসীর হাতে তলোয়ার দেখে বললেন, "এ নিকৃষ্ট বাজে তলোয়ার দিয়ে আমাকে হত্যা করবে ?"

বদিউজ্জামান বললেন, "তলোয়ারে তো কাটবে না, কাটবে আমার হাতে।"

www.bjilibrary.com

পাশা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "এ উপদ্বীপে আমার অধীনে বহুসংখ্যক ওলামা বসবাস করেন, তুমি যদি তোমার মতামতের সমর্থন তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পার তবে তোমার বক্তব্য আমি মেনে নেব, অন্যথায় তোমাকে ফোরাত নদীতে নিক্ষেপ করা হবে।"

বদিউজ্জামান বললেন, "সব ওলামায়ে কেরামের সমর্থন নিজের কোনো বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আদায় করা আমার দায়িত্ব নয়। আর তারা না মানলে আমাকে ফোরাত নদীতে নিক্ষেপ করবে, তোমার এ শর্তও ঠিক নয়। হাঁ, তবে আমি চাই যে, যদি আলেমদের প্রশ্নাবলীর জবাব আমি দিতে পারি তবে তোমার বন্দুক আমার কাছে হস্তান্তর করবে। তারপর যদি তুমি আমার নসিহত গ্রহণ না করো তাহলে সে বন্দুক দিয়ে তোমার খুলি উড়িয়ে দেব।"

মোস্তফা পাশা সব ওলামায়ে কেরামকে একত্রিত করেন। পারস্পরিক তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু নূরসীই জয়যুক্ত হন। মোস্তফা পাশা বদিউজ্জামানের দূরদর্শিতা ও সত্যনিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে তাওবা করেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

বদিউজ্জামান ও আদালত

হযরত বদিউজ্জামান নূরসী তুরস্কে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা কামনা করেন এবং এ উদ্দেশ্যে "ইত্তেহাদে মুহাম্মাদী" নামে একটি দল গঠন করেন। ১৯০৯ সালে বিরুদ্ধ পক্ষ তাঁকে সঙ্গী-সাথীসহ গ্রেফতার করে। উনিশজন সঙ্গীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

মোকাদ্দমা চলাকালে আদালতের জজ খুরশীদ পাশা পাঁচজন মর্দে মুজাহিদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়ার পর বদিউজ্জামান নূরসীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন,"আপনিও কি ইসলামের প্রতিষ্ঠা কামনা করেন ?"

তুরস্কের সিংহ পুরুষ বদিউজ্জামান নূরসী দ্বিধামুক্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, "যদি আমার এক হাজারটা প্রাণও থাকতো তবু প্রতিটি প্রাণ ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য বাস্তবায়নের সংগ্রামে উৎসর্গ করতে আমি এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করতাম না। আমি আগেও বলেছি যে, আমি একজন সত্যসন্ধি, সবকিছুকে শরীয়তের মাপকাঠিতে আমি বিচার করবো। আমি ইসলাম থেকে বিচ্যুত একটি ছোট কথাও মেনে নেব না। বর্তমানে সে বরযখের সামনে রয়েছি, যেটাকে তোমরা জেল বলছো। এখান থেকে আমি আখেরাতের দিকে নিয়ে যাওয়ার গাড়ীর প্রতীক্ষা করছি। আমি যা কিছু বলছি, এসব শুধু তোমাদের

www.bjilibrary.com

শোনানোই আমার উদ্দেশ্য নয়, বরং আমি চাই সারা বিশ্বের মানুষ এসব কথা জেনে যাক।

আমি আখেরাতের সফরের জন্য পূর্ণ ঔৎসুক্যের সাথে প্রতীক্ষা করছি এবং যারা ফাঁসিকাষ্ঠে শাহাদাতবরণ করেছে তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। তুমি সেই যাযাবরদের কথা ভেবে দেখ, যারা ইস্তাম্বুল দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে, সেই সব যাযাবরদের মতোই আমার আখেরাতে পৌঁছার ব্যাকুল প্রতীক্ষা। কোনো স্থানে নির্বাসন দেয়া আমার জন্য কোনো শাস্তিই নয়, যদি শক্তি থাকে তবে তোমরা আমার চিন্তাধারা ও মতাদর্শকে শাস্তি দাও।

পূর্ববর্তী অত্যাচারী সরকার ছিল বিবেকের দুশমন আর বর্তমান সরকার হলো জীবনের দুশমন। যদি সরকারের এভাবে রং পাল্টায় তাহলে তো বলতে হয়, "পাগলামী জিন্দাবাদ! মৃত্যু জিন্দাবাদ! জাহান্নাম জিন্দাবাদ !"

পরদিন সংবাদপত্রে এ বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর হাজার হাজার জনতা আদালতের চারদিকে জড় হয় এবং সরকারের বিরুদ্ধে গগণবিদারী শ্লোগান দিতে থাকে। এর ফলে অল্প কিছুদিনের জন্য কারাগারে আটক রাখলেও শীগৃগীরই সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

বদিউজ্জামান ও রুশীয় জেনারেল

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বদিউজ্জামান স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যুদ্ধে যোগদান করেন এবং সেনাবাহিনীর উচ্চ পদ লাভ করেন। দিনের বেলায় তিনি যুদ্ধ করতেন এবং রাত্রিকালে ক্যাম্পে কুরআনের ব্যাখ্যা শুনাতেন। এ যুদ্ধে বদিউজ্জামান রুশ সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হন এবং তাঁকে বন্দী শিবিরে আটক করা হয়। একদিন একজন রুশ কমাণ্ডার শিবিরে প্রবেশ করেন, তাঁকে দেখে সব সৈন্যরা দাঁড়িয়ে যায়, কিন্তু বদিউজ্জামান সেদিকে ফিরেও তাকালেন না।

কমাণ্ডার তাঁকে বললেন, "সম্ভবতঃ তুমি আমাকে চিনতে পারোনি।"

বদিউজ্জামান বললেন, "আমি চিনেছি, তোমার নাম নিকোলাস।"

কমাণ্ডার বললেন, "যদি তুমি জেনে-শুনে এ কাজ করে থাক তাহলে বলতে হয়, তুমি রুশ ঐতিহ্যের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করেছো।"

www.bjilibrary.com

বদিউজ্জামান বললেন, "কথা তা নয়, বরং আমি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওপর বিশ্বাসী তার সিদ্ধান্ত হলো যারা ঈমানদার তারা অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এ কারণেই আমি দাঁড়াতে সক্ষম হইনি।"

এ বেয়াদবীর অপরাধে বদিউজ্জামানকে মিলিটারী কোর্ট থেকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয়। তাঁকে ফাঁসিকাষ্ঠে নিয়ে যাওয়ার সময়ে সেই কমাণ্ডার সামনে এগিয়ে বললেন, "আমি তোমার সেই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যে ধর্ম তোমাকে এতো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন গুণের অধিকারী করেছে।" এ বলে বদিউজ্জামানের শাস্তি মওকুফ করে দেন।

বদিউজ্জামান ও মোস্তফা কামাল

১৯২০ সালে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট কামাল পাশা বদিউজ্জামানকে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আংকারা ডেকে পাঠান এবং আজাদী দিবসের উৎসবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। বদিউজ্জামান আংকারা পৌঁছে আজাদী উৎসবে ইসলামী শরীয়ত বিরোধী তৎপরতা দেখে দূর থেকেই উৎসব অনুষ্ঠান বর্জন করেন এবং কয়েকদিন পর আংকারা থেকে ফিরে যান। তারপর পরিষদ সদস্যদের নামে এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রেরণ করেন।

বিবৃতির প্রথমে এভাবে লিখেছেন ঃ

"পরিষদ সদস্যবর্গ! মনে রেখ, একদিন তোমাদেরকে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে।" উক্ত বিবৃতিতে তিনি দশ দফা বিশিষ্ট একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। তাতে পরিষদ সদস্যদের নসিহত ও উপদেশ প্রদান করা হয়। পরিষদের সভাপতি ছিলেন স্বয়ং মোস্তফা কামাল পাশা। বদিউজ্জামানের উক্ত বক্তব্য বিবৃতি কাজেম কাররা বকর পরিষদে পাঠ করে শোনান। এতে এতটুকু সুফল দেখা দেয় যে, পরিষদের ১৬০ জন সদস্য তখনই ধর্মের পথ অনুসরণ এবং নামায কায়েমের প্রতিজ্ঞা করেন। মোস্তফা কামাল-এরপর বদিউজ্জামানকে পুনরায় ডেকে পাঠান এবং পরিষদে তাঁর সাথে এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন।

পরিষদে মোস্তফা কামাল বলেন, "নিসন্দেহে আমরা আপনার মতো একজন সুযোগ্য শিক্ষাগুরুর মুখাপেক্ষী।

আপনার উত্তম ধ্যান-ধারণা থেকে সুফল লাভের জন্য আমরা আপনাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি। কিন্তু আপনি প্রথমেই নামাযের কথা শুরু করে দিয়েছেন। এতে করে প্রথমাবস্থায়ই আপনি পরিষদে বিভেদ সৃষ্টির

পাঁয়তারা করছেন।" বদিউজ্জামান একথা শুনে উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, 'পাশা সাহেব, ইসলাম গ্রহণের পর একজন মুসলমানের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয় সেটা হলো নামায, যে ব্যক্তি নামায আদায় করে না সে বিদ্রোহী, আর বিদ্রোহীর পরিচালিত সরকার সমর্থনযোগ্য নয়।"

একথা শুনে এবং পরিস্থিতি আঁচ করে মোস্তফা কামাল বদিউজ্জামানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বদিউজ্জামান মোস্তফা কামালকে সবসময়েই সদুপদেশ দেন কিন্তু তাঁকে সমীহ করলেও মোস্তফা কামাল কখনই তার কথা কানে নেননি। বরং এ মর্দে মুজাহিদকে ক্রয় করার উদ্দেশ্যে সমগ্র পূর্ব আনাতোলিয়ার রইসুল মুবাল্লেগীন পদ দান করেন, আংকারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মনোনীত করেন এবং বসবাসের জন্য একটি সুদৃশ্য ভবন দান করেন। কিন্তু বদিউজ্জামান নূরসী এসব দান-দক্ষিণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত ছিলেন। এসব কিছুর একটিও গ্রহণ করেননি। এবং কিছুকাল পর আংকারা ছেড়ে 'ওয়ান' নামক স্থানে চলে যান।

বদিউজ্জামান ও মামলা-মোকদ্দমা

বদিউজ্জামান নূরসীর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগঠন "ইত্তেহাদে মুহাম্মাদী" এবং তার সাহিত্য-সাময়িকী 'নূর' বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলে মোস্তফা কামাল পাশার জন্য একটি ধর্মহীন সরকার টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এজন্য তাঁকে স্পার্টা থেকে বেশ কিছু দূর 'বারনা' নামক স্থানে নির্বাসিত করা হয়। সেখানে তাঁকে কঠোর প্রহরাধীনে একাকী আট বছর রাখা হয়। জেলে তাঁর নিজের খাবার নিজেরই তৈরী করতে হয়, নিজের কাপড় নিজেরই পরিষ্কার করতে হয়। এছাড়া অন্য সব কাজও তাঁকেই সম্পন্ন করতে হতো। এতদসত্ত্বেও তাঁর সত্য ভাষণ এবং সাময়িকীর প্রকাশ অব্যাহত থাকলে তাঁকে ১২০ জন অনুসারীসহ কঠোর প্রহরাধীনে তাঁর জেলার কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয় এবং একটি গুপ্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও সরকার উৎখাতের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

এ মামলায় জড়িয়ে পড়ে আদালতের সামনে বদিউজ্জামান বলেন, "মাননীয় বিচারপতি ! আমাকে এখানে এ জন্যই উপস্থিত করা হয়েছে যে, আমি নাকি প্রাচীন পন্থী এবং ধর্মের নামে জনগণের শান্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছি। আমার আবেদন হলো, কোনো কাজের সম্ভাব্যতা দেখে কি সে কাজের সংঘটিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমিচীন ? যেমন দিয়াশলাই-এর

www.bjilibrary.com

মধ্যে একটা ঘর জ্বালানোর সম্ভাব্যতা থাকে, কিন্তু এ সম্ভাবনার কারণে কোনো অপরাধের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া যায় না।

এভাবে বলা যায়, আমার প্রচারিত শিক্ষা ও আদর্শে যে প্রভাবই থাকুক না কেন তাতে আমার উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন। এছাড়া আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমার প্রতি আপনাদের অভিযোগ হলো, আমি যা কাজ করছি এসব সরকারের অনুকূলে যাচ্ছে না এবং শিক্ষা-দীক্ষার কাজের জন্য সরকারের একটা নির্দিষ্ট বিভাগ রয়ে গেছে। কাজেই আমাকে কাজ করতে হলে সে বিভাগ থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আমার বক্তব্য হলো, যদি কবরসমূহের দরজা বন্ধ করে দেয়া সম্ভব হতো এবং পৃথিবী থেকে মৃত্যুর অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যেতো তাহলেই কেবল মাত্র শিক্ষা-দীক্ষার প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা সমিচীন হতো। কিন্তু এ তিন হাজার জানাযা (আত্মোৎসর্গকারী সহচরদের প্রতি ইংগিত করে) প্রতিদিন মৃত্যুর দুয়ারে হাজির হচ্ছে এবং মৃত্যুর ফায়সালার প্রতীক্ষা করছে। এখানে আপনাদের উল্লিখিত বিভাগের গৃহীত কর্মসূচীর চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় ফরয-ওয়াজিব আদায় করার কাজ বাকী রয়ে গেছে।"

তদন্তের পরে সরকার বদিউজ্জামানের বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ না পেয়েও তাঁকে এগার মাসের জন্য কারারুদ্ধ হওয়ার শাস্তি ঘোষণা করে। এ শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়ে এলে কাস্তামুন প্রদেশে তাকে নজরবন্দী করা হয়।

বদিউজ্জামানের সাময়িকী 'নূর' সরকারের কঠোর দৃষ্টি সত্ত্বেও গোপনভাবে প্রকাশ পেতে থাকে এবং হাজার হাজার সংখ্যা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সরকারের জন্য এটা মারাত্মক মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মোস্তফা কামাল পাশা তখন স্ব-পরিষদে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, পুনরায় বদিউজ্জামানের বিরুদ্ধে গুপ্ত সংস্থা গঠন, বিপ্লবী সরকারের ক্ষতিসাধন এবং তাঁকে (মোস্তফা কামালকে) দাজ্জাল বলার অপরাধে মামলা দায়ের করা হবে। এছাড়া সাময়িকী 'নূরের' বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য এবং সাময়িকীর সরকার বিরোধী তৎপরতা নিরসনের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটির সামনে বদিউজ্জামান বলেন, "জী হাঁ, আমরা একটি সংগঠন, এ সংগঠন প্রত্যেক যুগে অন্তত ৪৫ কোটি জনসংখ্যায় গঠিত। এ ৪৫ কোটি সদস্য প্রতিদিন পাঁচবার নিজেদের পবিত্র শাসনতন্ত্রের সাথে পূর্ণ একাত্মতা এবং আনুগত্যের ঘোষণা করে। 'নূর' সাময়িকীর আন্দোলন তোমরা কিভাবে রুদ্ধ করবে ? এটি তো কুরআনের বাস্তবতা ও বিধি-

www.bjilibrary.com

বিধানের ভাষ্য দান করে। আর কুরআন হলো এমন অটল বাস্তবতা যার ভিত্তি মহান আরশের সাথে সম্পৃক্ত। কে সেই নির্বোধ যে আরশে আজীমের সাথে সংশ্লিষ্ট বাস্তবতার সাথে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে চায়।

তোমরা ধর্মহীন গণতন্ত্রের প্রতিভূ, নিশানবরদার, সকল প্রকার গুণ্ডামী, চরিত্রহীনতা ও দুষ্কৃতির মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করছো। যখনই তোমাদের কাছে কুরআনের কোনো ব্যাখ্যা করা হয় এবং তাঁর লক্ষ ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হয় তখনই তোমরা প্রলাপোক্তি শুরু করো যে, এটি গোপন সংগঠন, রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টির পাঁয়তারা, এটি দেশ ও জাতির জন্য হুমকি স্বরূপ। তোমরা ঘাড় দুলিয়ে বলো যে, আমার ধর্মীয় তৎপরতা সুবিধাবাদী নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং জনজীবনে শান্তি বিঘ্নের কারণ। আমি এ অভিযোগের জবাবে বলছি যে, তোমাদের এ দাবীর মধ্যে রয়েছে সুবিধাবাদী নীতির উস্কানি এবং তোমরা জনজীবনে শান্তি নিশ্চিত করার মুখোশ এঁটে ধর্মীয় জীবন বিধানকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছ। হে দুনিয়ার বদলে দ্বীন বিক্রেতার দল! হে স্পষ্ট কুফুরীতে নিমজ্জমান লোকেরা! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে যতোটা শক্তি দিয়েছেন, সে শক্তির ভিত্তিতে, সে শক্তির ভরসায় পরিষ্কারভাবে তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি যে, তোমরা যা কিছু করতে পারো করো, আমাদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত এবং আকাঙ্ক্ষা হলো যে, আমরা ইসলামের মহান আদর্শসমূহের মধ্য থেকে একটি ক্ষুদ্র আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যও প্রয়োজনে নিজেদের মাথা কাটিয়ে দিতে প্রস্তুত রয়েছি।"

আদালত তদন্তের পর তাঁকে নিরপরাধ ঘোষণা করে, কিন্তু তাঁদের আফিউন প্রদেশের আমীরবাগে নির্বাসিত করা হয়। আবার কিছুকাল পর তাঁকে সরকারের বিরুদ্ধে গোপন সংস্থা গঠনের অভিযোগে গ্রেফতার করে মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলা আফিউন মামলা নামে বিখ্যাত। আদালত তাঁকে বিশ মাস কারাগারে শাস্তির আদেশ দেয়। অবশেষে জীবনের দীর্ঘ উত্থান-পতনের পর ১৩৭৯ হিজরীর ২৭ রমযান নির্বাসিত অবস্থায় স্পার্টাতে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।

তিনি মামলায় নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পরও নাগরিক স্বাধীনতা হরণের প্রতিবাদে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে বদিউজ্জামান নিম্নোক্ত চিঠি প্রেরণ করেনঃ

"আংকারার সরকারী কর্তৃপক্ষ আংকারাবাসীদের কাছে আমি কিছু বক্তব্য পেশ করতে চাই। কোনো ব্যাপারে বাদীই যদি বিচারক হয় তাহলে সে ব্যাপারে আপীল ও সাক্ষ্য-প্রমাণের অবকাশ থাকে কি ? আমি এক আজব

www.bjilibrary.com

গোলক ধাঁধায় জড়িয়ে পড়েছি। আগে আমি যখন পুরোপুরি কারারুদ্ধ ছিলাম তার চেয়ে বর্তমানের স্বাধীন ও কয়েদ উভয় অবস্থায় অধিক উদ্বেগের মধ্যে কাল কাটাচ্ছি। অতীতের একাকীত্বের এক বছরের চেয়ে বর্তমানের একদিন আমার জন্য অধিক দুঃসহ হয়ে পড়েছে।

প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও দুর্বলতা এবং বৃদ্ধাবস্থা সত্ত্বেও আমাকে সবকিছু থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। দীর্ঘ বিশ বছর যাবত আমি জেল-যুলুম ও নির্বাসন ভোগ করছি। এর চেয়ে অধিক শাস্তির ব্যবস্থা অব্যাহত থাকলে পাইকারীভাবে আল্লাহর গজবকেই ডেকে আনার ব্যবস্থা করা হবে।"

শেখ হাসানুল বান্না ও বাদশাহ্ ফারুক

বিশ শতকের মিশরে স্পষ্ট ভাষণের দিক থেকে হাসানুল বান্নার স্থান অতি উচ্চে। সরকারের পথভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে সবসময় তিনি তাদের সতর্ক করেন, ইসলামী শরীয়তের প্রবর্তনের দাবী জানান এবং এ উদ্দেশ্যে 'ইখওয়ানুল মুসলিমুন" নামে একটি দল গঠন করেন।

একবার আইন মন্ত্রী আহমদ পাশাকে তিনি লিখলেন, 'পঞ্চাশ বছর থেকে অনৈসলামী আইন-কানুন যাচাই করা হচ্ছে এবং সেসব নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছে, এবার ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান যাচাই করা দরকার।

'ইখওয়ানুল মুসলিমুনে'র দাবী হলো যে, আমাদের সরকারকে ইসলামী শরীয়তের পথে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং মিশরের আইন ব্যবস্থাকে শীগ্‌গীর শরীয়তের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। আমরা একটি মুসলিম জাতি। আমরা অঙ্গীকার করছি যে, শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আইন-কানুন, কুরআন এবং আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ সা.-এর শিক্ষা ও আদর্শের সমুন্নতির সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। এজন্য যতোবড় মূল্য দিতে হয়, যতোবড় ত্যাগ ও কুরবানী দিতে হয় তার জন্য কিছুতেই আমরা পশ্চাদপদ হবো না।"

শেখ হাসানুল বান্না সবসময় বাদশাহ ফারুকের দরবার থেকে দূরে থাকেন। একবার হাসানুল বান্না একজন উর্ধতন সরকারী কর্মকর্তাকে (আনোয়ার সাদত) বলেন, "শাহ ফারুক ইখওয়ানের দাওয়াতের ফলে মারাত্মক আশংকা প্রকাশ করছেন। তার কানে একথা পৌঁছেছে যে, জনগণের

www.bjilibrary.com

বাইয়াত ও ইচ্ছা অনুযায়ী সরকার গঠিত হবে এটাই ইখওয়ানের দাওয়াতের ভিত্তি। উত্তরাধিকার সূত্রে বাদশাহ মনোনীত করার নীতি ইসলাম অনুমোদন করে না। এজন্য বাদশাহ ভাবছেন কি করে ইখওয়ানকে নিশ্চিহ্ন করা যায়।"

অবশেষে বাদশাহ ফারুক ও আবদুল হাদী পাশার যোগসাজশে ইমাম হাসানুল বান্নাকে শহীদ করা হয়। "আল-ইখওয়ানুল মুসলিমুনকে" নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। হাসানুল বান্নাকে শাহাদাতের কিছুকাল পূর্বে মিশরের বাইরে যেতে আইনত বারণ করা হয়। দেশের অভ্যন্তরেও চলাচলের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। এক বন্ধুর কৃষিফারমে স্থানান্তরিত হওয়ার অনুমতি চাইলে সেই বন্ধুকেও গ্রেফতার করা হয়। তারপর একদিন শেষ বিকেলে তাঁকে প্রকাশ্য রাজপথে গুলী করে হত্যা করা হয়। হত্যাকারীদের মধ্যে বাদশাহ ফারুকের ব্যক্তিগত সেবকও অন্তর্ভুক্ত ছিল। হত্যা-ষড়যন্ত্রে ক্ষমতাসীন সরকারের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। গুলী করার পর হাসানুল বান্নাকে যে হাসপাতালে নেয়া হয় সে হাসপাতালের চারদিকে কড়া প্রহরা মোতায়েন করা হয় যেন কেউ তাঁকে দেখার উদ্দেশ্যে যেতে না পারে।

শহীদের বৃদ্ধ পিতা শেখ আবদুর রহমান আল-বান্না একাকী জানাযার নামায আদায় করেন এবং পরিবারের মেয়েরা শহীদকে চির নিদ্রায় শায়িত করে দেন। কারো পক্ষে তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনও সম্ভব হয়নি।

আবদুল কাদের আওদা ও মিশর সরকার

মিশর সরকারের একজন বিচারক (জজ) আবদুল কাদের আওদা চারদিকে যুলুম-অত্যাচারের সয়লাব দেখে নির্ভীক কণ্ঠে বললেন, একজন জজের পক্ষে আইনের শাসন যেখানে নেই, এ রকম জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা কি করে সম্ভব? যেখানে 'যার লাঠি তারই মেষ' নীতি প্রবর্তিত, যেখানে লুটতরাজ, যুলুমের বৈধতাকে আইন বলে চালিয়ে দেয়া হয়, যালেমদের ক্রীড়নক হয়ে যেখানে আইনের বাণী নির্জীব হয়ে পড়ে। যেখানে শাসকদের 'জী হুজুর' করায় সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়, মিথ্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতাকে যেখানে আইন বলে চালিয়ে দেয়া হয়, স্বৈরাচার ও চরিত্রহীনতাকে যেখানে উন্নতির মানদণ্ড বলে গ্রহণ করা হয়, সেখানে একজন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি কি করে নির্বিকার থাকতে পারে? জনগণের অবস্থা দেখে আবদুল কাদের আওদা প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। মুসলিম অধ্যুষিত একটি দেশে জাহেলিয়াতের পুনরুজ্জীবন কি একজন জজ সহ্য করতে পারে?

www.bjilibrary.com

রক্ত পানি করা উপার্জন অন্যায়ভাবে, শক্তি প্রয়োগে কেড়ে নেয়ার দৃশ্য দেখে কেউ নীরব থাকতে পারে ? গরীব-দুঃখী মানুষের ক্ষুধার অন্ন শক্তিমানরা কেড়ে নেবে, তারা সোনা-রূপা নিয়ে খেলা করবে আর দুর্বলরা প্রতিবাদ করলে আইন তাদের বিরুদ্ধে হবে সক্রিয়, এ অবস্থা কার পক্ষে বরদাশত করা সম্ভব ?

ইসলামের সত্যিকারের অনুসারী "ইখওয়ানুল মুসলিমুনে'র কর্মীদের ওপর কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের বর্বরতা দেখে আবদুল কাদের আওদা বলেন, "একটি দেশে ইসলামের শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও সরকার ও শাসকবর্গ খোলাখুলি ইসলাম বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত থাকবে, ইসলামের অনুসারীদের রক্তের জন্য হায়েনার মত হন্যে হয়ে উঠবে, এটা কি একজন জজের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ? আল্লাহভীতি, পরহেজগারী যাদের জীবনের মূলমন্ত্র তাদের উৎপীড়ন-নির্যাতনে জর্জরিত করা হবে, পক্ষান্তরে যারা পাপাচারে অন্যায় অসৎ কাজে লিপ্ত তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে। এ অবস্থা কি একজন জজ নির্বিবাদে মেনে নিতে পারে ? না, পারে না।"

অবশেষে আবদুল কাদের আওদা সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানান এবং বলেন, সারাদেশে যখন চরিত্রহীনতার সয়লাব বয়ে যাচ্ছে, সততা ও দ্বীনদারীর নাম-নিশানা মুছে যেতে বসেছে। জনগণ বর্তমান অনৈসলামী নেতৃত্বকে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করছে তখন একজন জজ নির্বিকার থাকতে পারে না।

আবদুল কাদের আওদা নির্বিকার থাকেননি। তিনি সরকারী জজ পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং "ইখওয়ানুল মুসলিমুনে'র ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ 'অপরাধে' এ স্পষ্ট ভাষণের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয় এবং তাঁকে ফাঁসির শাস্তি দেয়া হয়।

আবদুল কাদের আওদা শাহাদাত বরণ করে দিন-দুনিয়ার মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে চলে যান।

সাইয়েদ কুতুব শহীদ ও মিশরের শাসনকর্তা

"আল-ইখওয়ানুল মুসলিমুনে'র মিশরীয় নেতৃবৃন্দ সরকারী কর্তৃপক্ষের সামনে সবসময়ে সত্যের অমোঘ বাণী উচ্চারণ করেন। সত্যের পতাকা বুলন্দ

www.bjilibrary.com

করেন। এতে প্রথমে তাদেরকে লোভ-লালসা দেখিয়ে ক্রয় করার চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু তারা পার্থিব কোনো লোভের কাছে নতি স্বীকার করেননি। সাইয়েদ কুতুবকে মিশরের শিক্ষামন্ত্রীর পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

তার জবাবে তিনি বলেন, "যদি মিশরের শিক্ষাব্যবস্থাকে শর্তহীনভাবে ইসলামের কাঠামোতে পুনর্বিন্যাস করার স্বাধীনতা দেয়ার অঙ্গীকার করা হয় তাহলে আমি শিক্ষামন্ত্রীর পদ গ্রহণ করতে পারি, না হলে নয়।"

সরকার এ দাবী মানতে অস্বীকৃতি জানালে সাইয়েদ কুতুব মন্ত্রীত্বের প্রস্তাব নাকচ করে দেন। ১৯৫৪ সালে সাইয়েদ কুতুবকে গ্রেফতার করে সামরিক আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। আদালতে সাইয়েদ কুতুব বলেন, "তোমাদের প্রয়োজনে আমি নিজের জীবন দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছি।"

১৯৬৬ সালে দ্বিতীয়বার গ্রেফতার করে দেশ-বিদেশের প্রবল প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসি দেয়া হয়। সাইয়েদ কুতুব এ শাস্তিকে হাসিমুখে মেনে নিয়ে আপন প্রিয় মালিক রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা জাল্লাশানুহুর দরবারে গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হন।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ও নওয়াব বাহাদুর

দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ রাজ্যের ধর্মবিষয়ক দফতর মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর মাসিক পত্রিকা 'তরজমানুল কুরআনে'র কয়েকশত কপি ক্রয় করে সেগুলো প্রতিষ্ঠানে বিলি করতো।

একবার পত্রিকা ক্রয় বন্ধ করে দেয়া হয়। নওয়াব জুলকদর জঙ্গ বাহাদুর এগুলো ক্রয়ের অনুমোদন দিতেন। নওয়াব সাহেব চাচ্ছিলেন, মাওলানা মওদূদী নিজে গিয়ে তাঁকে পত্রিকা ক্রয়ের অনুরোধ করলে তিনি অনুমোদন দিবেন।

মাওলানা মওদূদীকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলে মাওলানা বলেন, আমি কিয়ামত পর্যন্ত এ কাজের জন্য তাঁর কাছে যাবো না। এটি আমার কাজ নয়, দ্বীনের কাজ। আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করলেও মাওলানা নওয়াবের দ্বারস্থ হননি।

www.bjilibrary.com

মাওলানা মওদূদী ও
পাকিস্তান সরকার

মাওলানা মওদূদী পাকিস্তান সরকারের ভ্রান্ত নীতির কঠোর সমালোচনা করতেন এবং কখনোই কোনো কিছুকে পরোয়া করতেন না। নিজের মতাদর্শ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ঃ "আমার নিকট আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সবচেয়ে মূল্যবান। যখন আমি দেখি কোনো ব্যক্তি জেনে বা না জেনে এ দ্বীনের ক্ষতিসাধন করছে তখন তার প্রতিবাদ করা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। যদি সে ব্যক্তি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়, শিক্ষা গুরু হয় বা আমাদের জাতির কোনো বড় ব্যক্তি হয় তবুও এ ব্যাপারে কোনো প্রকার আপোষ বা নমনীয়তা প্রদর্শন করতে আমি অক্ষম।"

এ স্পষ্টবাদিতার জন্য মাওলানা মওদূদীকে বারবার কারারুদ্ধ করা হয়। প্রথমবার তিনি উনিশ মাস কারাগারে থাকেন এবং নিজের আদর্শে অটল থাকেন। জেল থেকে মুক্তি পেলে তিনি সরকারকে বলেন, "যদি কেউ মনে করে যে, আমার চিন্তাধারা, মানসিকতা ও জীবনাদর্শকে শক্তি প্রয়োগ ও কারারুদ্ধ করে পরিবর্তন করা যাবে, তাহলে তাকে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, তার স্থান সরকারী তখ্‌তে নয় বরং মস্তিষ্ক রোগের হাসপাতালে। যদি সে এটি মনে করে থাকে যে, তারা চাপ সৃষ্টিতে আমি নিজের বিবেক তার কাছে বন্ধক রাখবো এবং ভবিষ্যতে সংকুচিত মনোভাব প্রকাশ করবো, তাহলে তাকে জানিয়ে দিতে চাই যে, সে আমার জীবনাদর্শকে নিজের জীবনাদর্শের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করার ভুল করছে। আমার অন্তর সবসময়ে সত্যের জন্য অবারিত, আমার মতামতকে জ্ঞান ও বিবেকের দলিল দিয়ে পরিবর্তন করা যেতে পারে, কিন্তু আমার ঈমান-আকীদা ও বিশ্বাস বিক্রয়যোগ্য পণ্য নয়।

অতীতে যারা এ চেষ্টা করেছে তারা ব্যর্থ হয়েছে, ভবিষ্যতে যারা করবে ইনশাআল্লাহ্‌ তারাও ব্যর্থ হতে বাধ্য।"

মাওলানা মওদূদী ও মৃত্যুদণ্ড

দেশের শাসনতন্ত্র ও আইন-কানুন কুরআন-সুন্নাহর আদর্শ অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস করার দাবী জানালে, শাসকবর্গ মাওলানা মওদূদীর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। কাদিয়ানী সমস্যা নামক পুস্তক রচনার অভিযোগ এনে তাঁকে

www.bjilibrary.com

গ্রেফতার করা হয় এবং মোকদ্দমা চালিয়ে তাঁকে ফাঁসির শাস্তি দেয়া হয়। পরে এ শাস্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তীত করা হয় এবং দু'বছর নয় মাস কারারুদ্ধ রেখে মুক্তি দেয়া হয়।

ফাঁসির শাস্তির কথা শোনানোর পর মাওলানা মওদূদী বলেন, "জমিনে নয়, মৃত্যুর ফায়সালা হয়ে থাকে আসমানে।" ফাঁসির কামরার লৌহগরাদের ফাঁক দিয়ে পুত্রকে তিনি নসিহত করেন, "বেটা! এতটুকু ভয় পেয়ো না, আমার প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যদি আমাকে তার কাছে নিয়ে যাওয়া মঞ্জুর করেন তাহলে এ বান্দা সানন্দে তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হবে। আর যদি তিনি কাছে নিয়ে যেতে না চান তাহলে যারা ফাঁসি দিতে চায়, উল্টো তারাই শাস্তি পাবে, আমাকে ফাঁসিতে ঝুলাতে পারবে না।"

মাওলানা মওদূদীকে অনেকে করুণা ভিক্ষার আবেদন জানাতে বলেন, সরকারও আসলে তাই চাচ্ছিল। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল একজন মুসলিম নেতার প্রশ্নের জবাবে বলছিলেন, মাওলানা মওদূদী যদি ক্ষমা ভিক্ষা করেন তবে তাঁকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু এসব আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও মাওলানা মওদূদী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "ভাই, আমার মতাদর্শ আপনাদের অজানা নয়। যারা আমার অপরাধ কতটুকু সেটি ভাল করেই জানেন, তাদের কাছে ক্ষমার আবেদন জানানোর চেয়ে ফাঁসি কাষ্ঠে মৃত্যুবরণ অনেক ভালো।"

এ মোকদ্দমায় মাওলানা মওদূদীকে তৃতীয় শ্রেণীর দাগী কয়েদীদের সাথে রাখা হয়। তাঁকে ২১৬ ঘণ্টা নির্জন কারাবাসে রাখা হয়। ফাঁসির সাজা শোনানোর পর তাঁর পোশাক খুলে জেলের পোশাক পরিধান করানো হয়। সেই পোশাকের পায়জামায় ইজারবন্দ পর্যন্ত দেয়া হয়নি। মৃত্যুদণ্ড রহিত করার পর তাঁকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের সাথে রাখা হয় এবং সুতা কাটাসহ সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। তবুও তাঁর মনোবল এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। জেল থেকে তাঁর আম্মার কাছে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "যে পথে চলেছি তাতে এ মঞ্জিল তো আসতোই, এ মঞ্জিলে এসে অবাক হচ্ছি যে, এত দেরীতে এলো কেন, আমি অবাক হচ্ছি যে, শয়তান ও তার ভাইয়েরা আমাকে এতোদিন সহ্য করলো কিভাবে? যাক এবার তারা এদিকে মনোযোগ দিয়েছে।

এ দ্বন্দ্ব-সংঘাত খুব তাড়াতাড়ি শেষ হবে এমন আশা করবেন না। এটা শুধু দু'ভাবেই শেষ হতে পারে। হয় আমি শেষ হয়ে যাব অথবা তারা সেই সঠিক পথে আসবে যে জন্য বিগত পনের বছর ধরে আমি কাজ করছি। এ দু'টি অবস্থার মধ্যে তৃতীয় কোনো অবস্থা সম্ভব নয়।"

www.bjilibrary.com

মাওলানা মওদূদী ও
জেল বিভাগের মন্ত্রী

একবার জেলে থাকাকালীন জেল বিভাগের মন্ত্রী চৌধুরী আলী আকবর মাওলানাকে দেখতে যান। মাওলানার কাছে গিয়ে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলে মাওলানা জেলের অব্যবস্থা, কয়েদীদের অসুবিধার কথা উল্লেখ করে সেসব প্রতিকারের অনুরোধ জানান।

কথায়-কথায় রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এলে মাওলানা বলেন, "আপনারা কি এ নীতি মেনে চলছেন যে, যে দল ক্ষমতায় আসবে তারা বিরোধী দলগুলোর সাথে নিকৃষ্ট ধরনের এবং প্রতিশোধমূলক ব্যবহার করবে? যদি এ আপনাদের নীতি হয়ে থাকে তবে মনে রাখবেন, এর পরিণাম আপনাদের জন্য কল্যাণকর হবে না।"

মাওলানা মওদূদী ও আদালত

যে মোকদ্দমায় মাওলানা মওদূদীকে ফাঁসির শাস্তির আদেশ দেয়া হয় তার এক এজলাসের আলোচ্য বিষয় ছিল 'তাসনিম' পত্রিকায় প্রকাশিত মাওলানা মওদূদীর একটি বক্তৃতা। সে বক্তৃতায় মাওলানা সরকার সম্পর্কে বলেছিলেন যে, "তারা দারোগার মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা করে।" মাওলানার উকিল তাঁকে পরামর্শ দেন যে, আপনি শুধু একথা বলুন যে, "তাসনিমে' প্রকাশিত রিপোর্ট অক্ষরে অক্ষরে সত্য হবে এবং আমার বক্তৃতার অনুরূপ হবে এমন তো কথা নেই, তারপর আমি আপনার স্বপক্ষে বক্তব্য পেশ করবো।"

কিন্তু মাওলানা মওদূদী এ পরামর্শ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। আদালত যখন 'তাসনিমে'র উক্ত সংখ্যা দেখিয়ে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে প্রকাশিত বক্তৃতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তখন তিনি আসন থেকে উঠে এসে বলেন, "হাঁ, এ বক্তৃতা আমার, এতে প্রকাশিত প্রতিটি শব্দের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করছি।"

সমাপ্ত

www.bjilibrary.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু শিশু সাহিত্য

- হারানো মুক্তার হার
  – বদরে আলম
- চরিত্র মাধুর্য
  – বদরে আলম
- তিনশ বছর ঘুমিয়ে
  – বদরে আলম
- হূল
  – বদরে আলম
- কুচোচিংড়ির কৃতজ্ঞতা
  – বদরে আলম
- সত্যের সেনানী
  – এ. কে. এম. নাজির আহমদ
- খাদিজাতুল কোবরা
  – মায়েল খায়রাবাদী
- হযরত ফাতিমা যোহরা
  – কাজী আবুল হোসেন
- দোয়েল পাখির গান
  – জাকির আবু জাফর
- ফুলে ফুলে দুলে দুলে
  – জাকির আবু জাফর
- দুষ্ট ছেলে
  – জাকির আবু জাফর
- এক রাখালের গল্প
  – জাকির আবু জাফর